IFIC

আমাদের কথা

নিউজলেটার

জানুয়ারি-জুন ২০২৫

আইএফআইসি

হাইলাইটস | পরিবারে যারা এলো | ক্রিয়েটিভ কর্নার | ইভেন্টস্

পূর্বকথা

নতুন বছরের প্রথম ছয় মাস আমাদের কাছে এক নবোদয়ের বার্তা- আলোকোজ্জ্বল প্রত্যয়ের অঙ্গীকার। আর্থিক খাতের প্রতিযোগিতা ও পরিবর্তনের বেগবান স্রোতে আইএফআইসি ব্যাংক এগিয়ে চলেছে গ্রাহকমুখী আধুনিক সেবা, প্রযুক্তিনির্ভর সমাধান ও সময়োপযোগী কর্মযজ্ঞের সমন্বয়ে।

স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সেবার উৎকর্ষে ধারাবাহিক প্রয়াস প্রতিনিয়ত আমাদের সিক্ত করছে সম্মানিত গ্রাহক, শেয়ারহোল্ডার ও অংশীদারদের আস্থায়। বর্তমানে ১,৪১৫টি শাখা-উপশাখার বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আমরা যেমন পৌঁছে যাচ্ছি প্রান্তিক মানুষের দুয়ারে, তেমনি আন্তর্জাতিক মানের সেবার প্রত্যাশী গ্রাহকদের কাছেও হয়ে উঠছি নির্ভরতার প্রতীক।

ব্যস্ত কর্মজীবনের প্রতিযোগিতায়ও আমরা ভুলে যাই না সহকর্মীদের অন্তর্লীন সৃজনশীলতার দীপ্তি। এই সৃজনশীল শক্তিই আমাদের মননের দিগন্ত প্রসারিত করে, কর্মজীবনের বাইরেও জোগায় আত্মার খোরাক। তাই, এবারের সংখ্যাতেও সহকর্মীদের কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণকথা, স্মৃতিচারণ, ফটোগ্রাফি ও রং-তুলির শিল্পকথা 'আমাদের কথা'কে করেছে আরও প্রাণবন্ত ও রঙিন। আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং কার্যক্রমের সীমা পেরিয়ে সহকর্মীদের চিন্তা ও কল্পনার যে বহিঃপ্রকাশ এখানে ধরা দিয়েছে, তা প্রকাশনাটিকে দিয়েছে অনন্য মাত্রা।

এবারের সংখ্যাকে সমৃদ্ধ করেছে 'আইএফআইসি নিয়ে আপনার ভাবনা'- যেখানে স্থান পেয়েছে ব্যক্তিগত উপলব্ধি, পেশাগত অঙ্গীকার ও ভবিষ্যতের স্বপ্নময় প্রতিফলন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সহকর্মীদের পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্যদের ছবির অ্যালবাম- যা শুধু ব্যক্তিজীবনের নয়, প্রজন্মান্তরেরও এক গর্বিত অর্জনের প্রতীক।

বিশ্বাস করি, 'আমাদের কথা' কেবল একটি নিউজলেটার নয়; এটি আমাদের সম্মিলিত স্বপ্ন ও সৃজনশীলতার রঙিন প্রতিবিম্ব। আপনাদের ভালোবাসা ও অনুপ্রেরণা এই প্রয়াসকে বারবার সার্থক করে তুলুক- এই শুভকামনায় রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

IFIC
গ্রাহকই শক্তি
সাফল্যই সাহস
যাত্রা দুর্নিবার
প্রায় অর্ধশতকের ব্যাংকিং সেবার পথচলায়
আমরা পেয়েছি অনন্য সব অর্জন
৩২.৭৫%
সরকারি মালিকানা
১৪০০+
শাখা-উপশাখা
২২ লক্ষ+
গ্রাহক
৫১ হাজার+
কোটি টাকা আমানত
৩,২০,০০০+
আমার ব্যাংক
মোবাইল অ্যাপ ব্যবহারকারী
৬,০০০+
সুদক্ষ জনশক্তি
৮০%
তরুণ কর্মীবাহিনী
৩০%
নারী কর্মী
সেবায়, সাফল্যে, আস্থায় সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাব একসাথে
ব্যাংকিং সেবা নিতে আসুন
যেকোনো শাখা-উপশাখায়
বিস্তারিত জানতে কল করুন
১৬২৫৫
০৯৬৬৬৭ ১৬২৫৫

ভেতরের পাতায়

০৪ মাননীয় চেয়ারম্যান-এর শুভেচ্ছা বার্তা

০৫ ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর কথা

০৬ ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস্ হাইলাইটস

০৭ প্রোডাক্ট, সার্ভিস ও ধারাবাহিক কার্যক্রম

১১ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য

১২ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও ক্যারিয়ার উন্নয়ন কার্যক্রম

১৫ আইএফআইসি নিয়ে আপনার ভাবনা

২০ রং-তুলির গল্প

২২ কবিতা

২৭ গল্প ও স্মৃতিচারণ

৩৩ ভ্রমণকথা

৩৮ ফটোগ্রাফি

৪০ ইভেন্টস্

৫০ পরিবারে যারা এলো

মাননীয় চেয়ারম্যান-এর শুভেচ্ছা বার্তা

প্রতিটি বছরই আমাদের কাছে নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন চ্যালেঞ্জ আর নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসে। ২০২৫ সালের প্রথমার্ধ ছিল আইএফআইসি ব্যাংকের জন্য প্রবৃদ্ধি, স্থিতিশীলতা ও আস্থা পুনরুদ্ধারের সময়। গত বছরের চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে আমরা সফলভাবে আবারও ৫০ হাজার কোটি টাকার আমানত অর্জন করেছি, ঋণখেলাপি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছি এবং নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিংয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করেছি। এই পথে আমাদের প্রতিটি সহকর্মীর প্রচেষ্টা, নিষ্ঠা ও সহযোগিতাই ছিল আসল প্রেরণা।

আইএফআইসি ব্যাংকের নিউজলেটার 'আমাদের কথা'র জানুয়ারি-জুন ২০২৫ সংখ্যা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এটি শুধু ব্যাংকের কার্যক্রমের প্রতিবেদন নয়, বরং আমাদের কর্মীদের সৃজনশীলতা ও ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশের একটি মূল্যবান মঞ্চ। সাহিত্য ও সৃজনশীলতা মানুষের মননশীলতাকে বিকশিত করে এবং কর্মক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

আমরা বিশ্বাস করি, ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে গেলে প্রতিটি বাধা হয়ে ওঠে শেখার সুযোগ, আর প্রতিটি সাফল্য আমাদের জন্য নতুন লক্ষ্য স্থির করে দেয়। এই মনোভাব নিয়েই আমরা সামনে এগোচ্ছি একটি শক্তিশালী, আধুনিক এবং আস্থার প্রতীক হিসেবে।

আমি আশা করি, এই সংখ্যাটি আমাদের প্রত্যেকের মাঝে উদ্যম ও গর্বের অনুভূতি জাগাবে এবং আমাদের অগ্রযাত্রায় নতুন অনুপ্রেরণা জোগাবে।

মো. মেহমুদ হোসেন
চেয়ারম্যান
আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি

ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর কথা

আইএফআইসি ব্যাংকের নিউজলেটার 'আমাদের কথা' জানুয়ারি-জুন ২০২৫ সংখ্যা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে অনেক ভালো লাগছে। পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলোর মতো এই সংখ্যাও ব্যাংকের অগ্রযাত্রার গল্প, গ্রাহকদের সঙ্গে গড়ে ওঠা সম্পর্ক এবং আমার সহকর্মীদের সৃজনশীল সৃষ্টি- সব মিলেমিশে একটি অনন্য দলিল হয়ে উঠবে এটাই আমার প্রত্যাশা।

১৪০০+ শাখা-উপশাখার বিস্তৃত নেটওয়ার্ক নিয়ে আইএফআইসি দেশের বৃহত্তম ব্যাংক হিসেবে মানুষের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিচ্ছে তার দক্ষ জনবল এবং গ্রাহককেন্দ্রিক মানসিকতা দিয়ে। গ্রাহকদের জন্য ব্যাংকিং প্রক্রিয়াকে আরও দ্রুত, সহজ ও নিরাপদ করে তুলতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

'আমাদের কথা' শুধু একটি প্রকাশনা নয়- এটি আইএফআইসি পরিবারের সকলের কর্মজীবন ও ব্যক্তিজীবনের ভাবনা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার মেলবন্ধনের একটি প্ল্যাটফর্ম। আমি আশা করি প্রতিবারের মতো এবারও আপনাদের সৃজনশীল লেখা আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় এবং পরিচালনা পর্ষদের সকল সদস্যকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই তাঁদের দূরদর্শী দিকনির্দেশনা ও সমর্থনের জন্য। সেই সাথে আমার সকল সহকর্মীবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই তাদের নিরলস প্রচেষ্টা ও একনিষ্ঠতার জন্য, যার ফলে আইএফআইসি ব্যাংক প্রতিদিনই নতুন থেকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে যাচ্ছে।

আমাদের এই পথচলা অব্যাহত থাকুক- এ প্রত্যাশায় আমি সকলের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করছি।

সৈয়দ মনসুর মোস্তফা
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি

হাইলাইটস

ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস্ ডিভিশন

BDT in mln

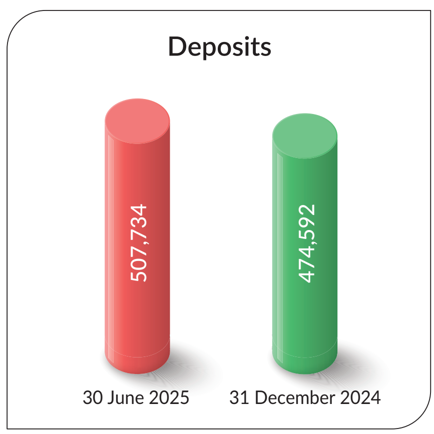

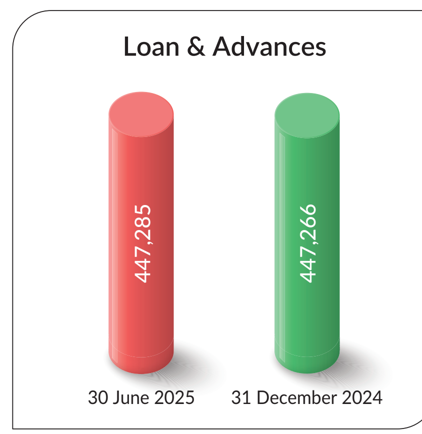

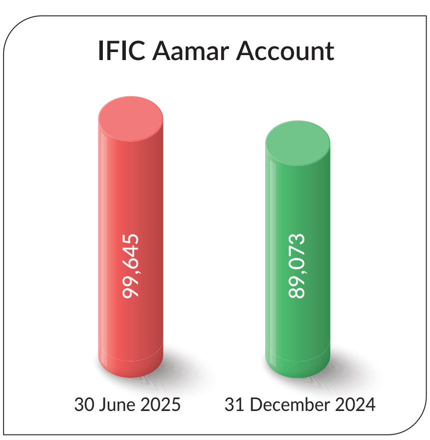

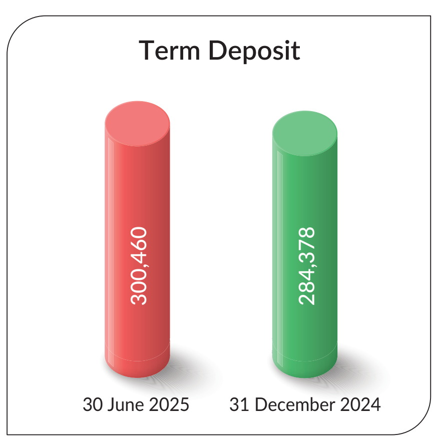

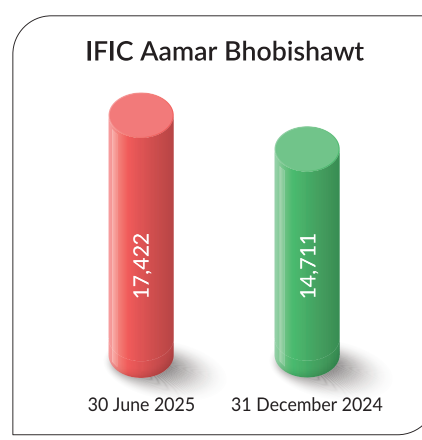

প্রথম অর্ধ-বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন অনুসারে ব্যাংকের মোট সম্পদের পরিমাণ ৪.৮৮% বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫৯৩,৩১১ মিলিয়ন টাকা, যা বিগত বছরের তুলনায় ২৮,৩৫২ মিলিয়ন টাকা বেশি। একই সময়ে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ৩৩,১৪২ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৫০৭,৭৩৪ মিলিয়ন টাকায় উপনীত হয়েছে, যা বিগত বছরের তুলনায় ৬.৯৮% বেশি এবং ব্যাংকের মোট ঋণ স্থিতি প্রথম অর্ধ-বার্ষিকে ৪৪৭,২৮৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

বিগত বছরের তুলনায় ব্যাংকের মেয়াদি আমানত ৫.৬৬% বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৩০০,৪৬০ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের ফ্ল্যাগশিপ প্রোডাক্ট ‘আইএফআইসি আমার একাউন্ট’ বিগত বছরের তুলনায় ১১.৮৭% বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৯৯,৬৪৫ মিলিয়ন টাকা। এছাড়াও ব্যাংকের আরেকটি ফ্ল্যাগশিপ প্রোডাক্ট ‘আইএফআইসি আমার ভবিষ্যৎ’ বিগত বছরের তুলনায় ১৮.৪৩% বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান স্থিতি দাঁড়িয়েছে ১৭,৪২২ মিলিয়ন টাকা।

প্রোডাক্ট, সার্ভিস ও ধারাবাহিক কার্যক্রম

শতাধিক ইন-হাউস অ্যাপ্লিকেশনে গড়ে ওঠা এক আধুনিক আইএফআইসি ব্যাংক

এস. এম. আবু হাসান মাহী

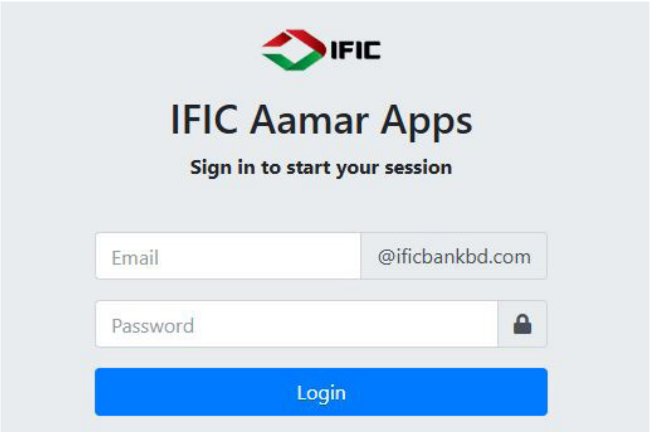

IFIC Bank-এর প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পেছনে রয়েছেন একদল প্রতিভাবান ও নিবেদিত সফটওয়্যার ডেভেলপার, অ্যাপ্লিকেশন আর্কিটেক্ট এবং ইঞ্জিনিয়ার। তাঁরা শুধু কোড লেখেন না, বরং জটিল সমস্যার সুচিন্তিত সমাধান এনে ব্যাংকের কাজকে করে তোলেন সহজ, দ্রুত এবং স্বচ্ছ। তাঁদের অবদানে ব্যাংক আজ একটি আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

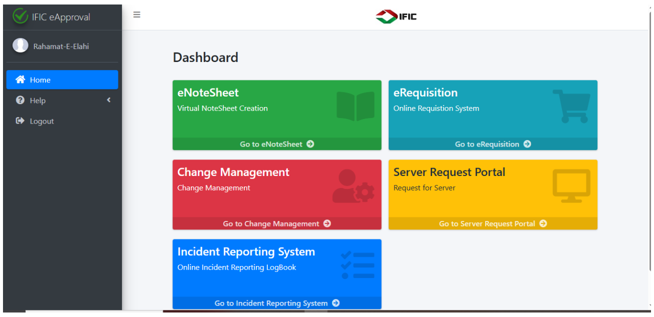

বর্তমানে IFIC Bank-এর হাতে রয়েছে ১০০টিরও বেশি নিজস্বভাবে ডেভেলপ করা সফটওয়্যার ও API, যা ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নানা কার্যক্রম নির্বিঘ্নে পরিচালনা করে। প্রতিটি সিস্টেম নির্দিষ্ট কাজকে গতিশীল এবং দক্ষ করে তুলেছে, যার ফলেই ব্যাংকের ডিজিটাল রূপান্তর সুসংহত ও কার্যকর হয়েছে।

আগের দিনে যেখানে একটি ফাইল বা আবেদন অনুমোদনের জন্য বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তার কাছে ম্যানুয়ালি ঘুরতে হতো, এখন তা হচ্ছে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে, layer-by-layer e-approval system-এর মাধ্যমে। ফলে, অনুমোদন প্রক্রিয়া দ্রুত, নিয়ন্ত্রিত ও রেকর্ডযোগ্য হয়েছে, আর আর্থিক ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতায় এসেছে নতুন মাত্রা।

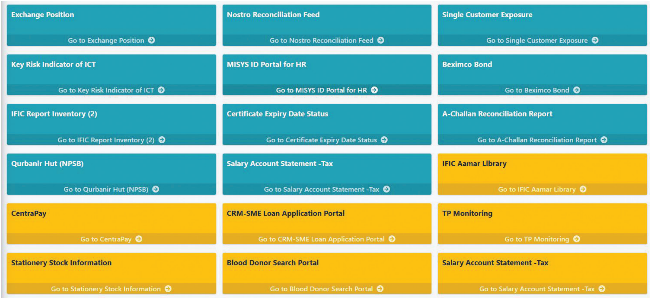

ব্যাংকের প্রতিদিনের কার্যক্রম সহজ করতে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন ইন-হাউস অ্যাপ্লিকেশন। Statement Engine ব্রাঞ্চ কর্মকর্তাদের দেয় মুহূর্তেই গ্রাহকের একাউন্ট স্টেটমেন্ট জেনারেট করার সুযোগ, যা গ্রাহকসেবার গতি অনেক গুণ বৃদ্ধি করেছে। Centrapay প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে শাখাগুলো তাদের petty cash পেমেন্ট নিয়ন্ত্রণ ও সেন্ট্রালাইজডভাবে পরিচালনা করে।

ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য তৈরি CRM-SME Loan Application Portal ঋণ প্রক্রিয়াকে করেছে ডিজিটাল, ট্র্যাকযোগ্য ও স্বচ্ছ। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত Audit

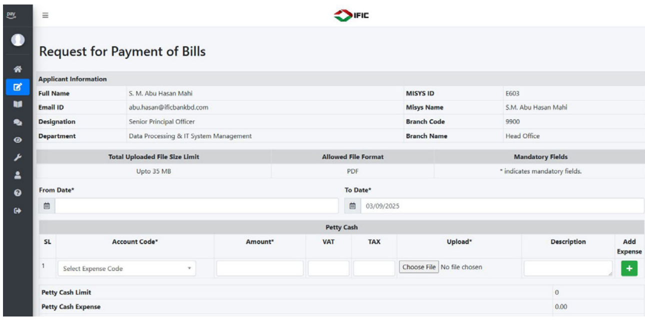

IFIC

Request for Payment of Bills

Applicant Information			
Full Name	S. M. Abu Hasan Mahi	MISYS ID	E603
Email ID	abu.hasan@ificbankbd.com	Misys Name	S.M. Abu Hasan Mahi
Designation	Senior Principal Officer	Branch Code	9900
Department	Data Processing & IT System Management	Branch Name	Head Office

Total Uploaded File Size Limit	Allowed File Format	Mandatory Fields
Upto 35 MB	PDF	* indicates mandatory fields.

From Date*

To Date* 03/09/2025

Petty Cash

SL	Account Code*	Amount*	VAT	TAX	Upload*	Description	Add Expense
1	Select Expense Code				Choose File No file chosen		+

Petty Cash Limit	0
Petty Cash Expense	0.00

Management System অডিট কার্যক্রমকে করেছে নির্ভুল, পরিকল্পিত এবং কাগজবিহীন।

IFIC Report Inventory প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন রিপোর্ট খোঁজা, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করা যায় মুহূর্তের মধ্যেই। এমনকি সামাজিক উদ্যোগেও প্রযুক্তির ছোঁয়া এনেছেন ডেভেলপাররা। Blood Donor Search Portal তৈরি করে রক্তদানের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে ডিজিটাল সহায়তা নিশ্চিত করা হয়েছে।

তাছাড়া, IFIC-এর প্রযুক্তি দল middleware ও API ডেভেলপ করে বহিরাগত সেবা, যেমন : RTGS, bKash, Nagad, Remittance platforms ইত্যাদির সঙ্গে সিস্টেমের নির্বিঘ্ন সংযোগ নিশ্চিত করেছে।

এইসব প্ল্যাটফর্ম ও ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে IFIC Bank শুধু একটি ব্যাংক নয়, বরং একটি প্রযুক্তি-নির্ভর স্মার্ট ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন– আর এর প্রতিটি ইট-কাঠামোর নেপথ্যে রয়েছেন এই প্রযুক্তিবিদরাই, যারা নীরবে গড়ে চলেছেন ভবিষ্যতের ব্যাংকিং। তাঁরা শুধু কোড লেখেন না– তাঁরা ভবিষ্যৎ তৈরি করেন।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৪৭৫১
ডেটা প্রসেসিং অ্যান্ড আইটি সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট

সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা : ফিশিং ই-মেইল হুমকি ও আমাদের করণীয়

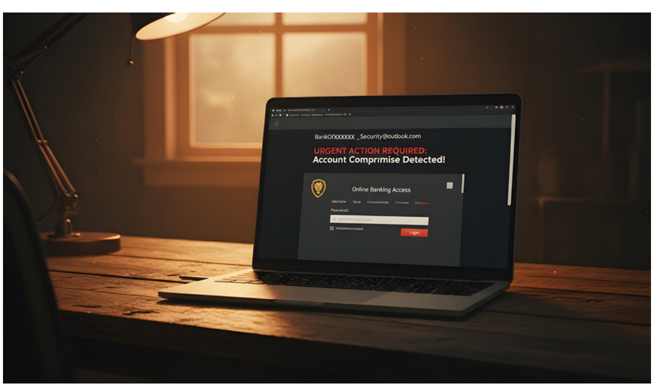

বিশ্বায়নের এই যুগে ইন্টারনেটের সঠিক ব্যবহার আমাদের দিয়েছে অপার সম্ভাবনা ও সহজতর জীবন। তবে, প্রযুক্তির এই অগ্রযাত্রার সঙ্গে সাইবার নিরাপত্তাও হয়ে উঠেছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অফিসিয়াল যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ই-মেইল এখন ফিশিং ও স্পিয়ার ফিশিং আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু। অনেক সময় প্রতারকরা পরিচিত নাম, লোগো ও বিশ্বাসযোগ্য ভাষা ব্যবহার করে ভুয়া ই-মেইল পাঠায়, যা মূলত ভিন্ন বা নকল ডোমেইন থেকে আসে এবং এতে থাকা লিংক বা সংযুক্তিতে ক্লিক করলেই তথ্য ও ডিভাইস ঝুঁকিতে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, আসল ডোমেইন info@ificbankbd.com, কিন্তু প্রতারণামূলক ই-মেইল আসতে পারে info@ificbankss.com থেকে।

কী করবেন :

১. ফিশিং ও স্পিয়ার ফিশিং ই-মেইল সম্পর্কে সচেতন হোন এবং সতর্ক থাকুন।

২. অপরিচিত লিংক বা অ্যাটাচমেন্টে কখনোই ক্লিক বা ডাউনলোড করবেন না, সন্দেহজনক ই-মেইল পেলে তা অবিলম্বে ডিলিট করুন।

৩. যদি নিশ্চিত না হন, তাহলে স্ক্রিনশট নিয়ে IT সিকিউরিটি টিমে (cybersecurity2@ificbankbd.com) যাচাইয়ের জন্য পাঠান।

৪. পরিচিত নাম থাকা সত্ত্বেও যদি ই-মেইল সন্দেহজনক মনে হয়, তাহলে সেটি খোলার আগে নিশ্চিত হোন।

৫. ভুল করে সন্দেহজনক ই-মেইল খুলে ফেললে, অবিলম্বে পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করুন এবং তাৎক্ষণিক IT Security Team-এর সাথে যোগাযোগ করুন। (৫৫৫/২১৪/৯১৯/৯১১)

বি. দ্র. পাসওয়ার্ড পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নিয়মাবলি অনুসরণ করুন :

- পাসওয়ার্ড অবশ্যই ন্যূনতম ১২ অক্ষরের হতে হবে।
- অন্তত একটি বড় হাতের অক্ষর থাকতে হবে। (যেমন : A, B, C, D, E, F)।
- অন্তত একটি ছোট হাতের অক্ষর থাকতে হবে। (যেমন : a, b, c, d, e, f)।
- অন্তত একটি বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে। (যেমন : !, @, #, $, %, ^, &, *)।
- অন্তত একটি সংখ্যা থাকতে হবে। (যেমন : 1, 2, 3, 4, 5, 6)।

ফিশিং ও স্পিয়ার ফিশিং ইমেইল প্রতারণা প্রতিরোধে প্রযুক্তিগত সুরক্ষার পাশাপাশি আমাদের প্রত্যেকের সতর্ক ও দায়িত্বশীল আচরণই সবচেয়ে কার্যকর প্রতিরক্ষা। সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ক নির্দেশনা মেনে সময়মতো পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে আমরা সবাই মিলে একটি নিরাপদ ডিজিটাল পরিবেশ গড়ে তুলতে পারব।

আইএফআইসি প্রোকিউরমেন্ট ২.০
Towards Agile Culture

মো. মাজহারুল ইসলাম

আইএফআইসি ব্যাংকের সেন্ট্রাল প্রোকিউরমেন্ট ডিপার্টমেন্টে সকাল ১০ টা বাজতেই কর্মচাঞ্চল্য শুরু হয়ে গেছে। কফির কাপে ধোঁয়া উঠছে, কিন্তু অফিসের বাতাসে কোনো উচ্ছ্বাস নেই। চোখে-মুখে ক্লান্তি, ফাইলের স্তূপ, অসংখ্য ইমেইল ফলো-আপ আর ভেন্ডরদের অবিরাম ফোন কল মিলে যেন এক যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি করেছে। রাকিব ফোন কানে নিয়ে একজন ভেন্ডরকে শান্ত করার চেষ্টা করছে, "ভাই, আপনার বিল ফাইন্যান্সে পাঠিয়েছি, কিন্তু এখনও পেমেন্ট রিলিজ হয়নি।" ওপাশ থেকে ভেন্ডর বিরক্ত কণ্ঠে জবাব দিলো, "স্যার, ডেলিভারি করে দু'মাস হয়ে গেল! পেমেন্ট দিতে এত দেরি হলে পরের বার আর কোটেশন দিতে পারব না।" রাকিব অসহায়, "আসলে ফাইন্যান্সে ফাইল আটকে আছে, কারণ সার্ভিস লেভেল অ্যাগ্রিমেন্ট (SLA) এখনও লিগ্যাল ডিপার্টমেন্ট থেকে আসেনি... "

পাশে বসে রাইসুল দীর্ঘশ্বাস ফেলল এবং অসহায়ভাবে বলল, "জেনারেল আইটেমগুলোর রেট ফিক্সড করতে করতে বাজারদর বদলে যাচ্ছে, কোটেশন পুরানো হয়ে যাচ্ছে। নতুন রেট আনতে গেলে সব অনুমোদনের প্রক্রিয়া আবার শুরু করতে হয়।" সাবের চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল, "ইউজার ডিপার্টমেন্ট মাঝপথে চাহিদা পাল্টে ফেলছে। আগে যা ছিল শুধু সার্ভার কেনা, এখন বলছে ক্লাউড সাবস্ক্রিপশনও লাগবে। ফলে টেন্ডার ডকুমেন্ট আবার সংশোধন, নতুন করে ভেন্ডর লিস্ট, নতুন করে অনুমোদন, সব আবার করতে হয়।"

ম্যানেজমেন্টের মাসিক রিপোর্টে উঠে এলো এক কঠিন বাস্তবতা :

- ভেন্ডর পেমেন্ট দিতে গড়ে ৬০-১৮০ দিন দেরি হচ্ছে।
- প্রোকিউরমেন্ট প্রক্রিয়া শেষ হতে সময় লাগছে ১৮০ দিনেরও বেশি।
- ইউজার ডিপার্টমেন্টগুলো অসন্তুষ্ট।
- ঘনঘন ফলো-আপ আর ভুল বোঝাবুঝির কারণে কাজের গতি থমকে গেছে।

বিভাগের প্রধান বিরক্ত হয়ে বললেন,"আমরা যদি এই গতিতে কাজ করি, তাহলে ব্যাংকের ডিজিটাল প্রোজেক্টগুলো সময়মতো শেষ হবে না। সময়, খরচ ও ভেন্ডরদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সবক্ষেত্রেই আমরা পিছিয়ে পড়ছি।" ঠিক তখন বিভাগের প্রধান ঘোষণা করলেন, "আমরা এই প্রক্রিয়া পরিবর্তন করব।" পরের দিন টিমের সামনে হাজির হলেন মাজহার, ব্যাংকের একজন অভিজ্ঞ প্রোজেক্ট ম্যানেজার, যাকে সবাই মজা করে ডাকে "Agile Guru"

মাজহার হেসে বললেন, "শুধু নিয়ম করে ফাইল চালাচালি করলে হবে না। আমাদের বদলাতে হবে কাজের ধরন। শোনো, আমি তোমাদের একটা নতুন পদ্ধতি শেখাব- Agile Methodology।" টিম প্রথমে চমকে গেল। Agile? ওটা তো সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে ব্যবহার হয়, প্রোকিউরমেন্টে কীভাবে লাগবে?

মাজহার আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, "Agile মানে হলো ছোট ছোট ধাপে কাজ করা, স্বচ্ছতা রাখা, আর ভেন্ডর ও ইউজার সবাইকে একসাথে যুক্ত রাখা। এইভাবেই আমরা সমস্যার জট ছাড়াতে পারব।"

মাজহার প্রথমেই এক সাদা বোর্ডে তিনটি বড় হেডিং লিখলেন-

১. স্বচ্ছতার অভাব (Lack of Visibility)

- কে কী করছে, ফাইল কোথায় আটকে আছে, কেউ জানে না।

- ভেন্ডর পেমেন্ট কোন পর্যায়ে আছে, তা ট্র্যাক করার কোনো সিস্টেম নেই।

২. দেরিতে ফিডব্যাক (Delayed Feedback)

- ভেন্ডর ও ইউজার ডিপার্টমেন্টকে শুধু শেষ ধাপে যুক্ত করা হয়।

- মাঝখানে কোনো রিভিউ বা মতামত নেওয়ার সুযোগ নেই।

৩. পরিবর্তনের দুর্বল ব্যবস্থাপনা (Poor Change Handling)

- কাজের চাহিদা (Scope) পরিবর্তন হলে পুরানো সব কাজ বাতিল করতে হয়।

- এতে সময়, খরচ ও ভেন্ডর সম্পর্কের ক্ষতি হয়।

এই সমস্যাগুলো তুলে ধরে মাজহার মাইক্রোসফট প্লানারে (Microsoft Planner) একটি টাস্ক বোর্ড তৈরি করলেন, যেখানে তিনটি কলাম ছিল- 'To Do', 'In Progress' এবং 'Done'। তিনি বললেন, "এখন থেকে সব কাজ এই বোর্ডে থাকবে। কার কাছে কতদিন ধরে কাজ আটকে আছে, ভেন্ডর পেমেন্টের সর্বশেষ অবস্থা কী, সব এখানে দেখতে পাবে।"

মাজহার এরপর বললেন, "আমরা কাজকে দুই সপ্তাহের Sprint-এ ভাগ করব। প্রথম Sprint-এ শুধু Requirement ক্লিয়ার করব, প্রতি সপ্তাহে আইটি প্রোকিউরমেন্ট কমিটি থেকে ভেন্ডর সিলেক্টের মেথড অনুমোদন করাব, তারপর প্রোকিউরমেন্টের কাজ শুরু হবে। এভাবে ধাপে ধাপে অনুমোদনের এবং পেমেন্টের জট খুলবে।"

রাইসুল চমকে বলল, "মানে, শেষ হওয়ার আগে প্রতিটা ধাপে ঠিকঠাক হচ্ছে কি না সেটা বুঝে যাব?" "হ্যাঁ," মাজহার মাথা নাড়লেন, "এটাই Agile।"

পরের দিন থেকে টিম প্রতিদিন সকালে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে তিনটি সহজ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে কাজ শুরু করল :

গতকাল কী করেছি?

আজ কী করব?

কোনো বাধা আছে কিনা ?

একদিন সকালে নাহিদ বলল, "নতুন এটিএম ক্রয়ের পেমেন্ট সার্টিফিকেট পেয়েছি, কিন্তু লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট থেকে SLA পাচ্ছি না।" রাকিব সঙ্গে সঙ্গে বলল, "আজই লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট গিয়ে SLA নিয়ে আসব।"

প্রতিটি Sprint-এর শেষে ভেন্ডর ও ইউজার ডিপার্টমেন্টকে রিভিউতে যুক্ত করা হলো, যাতে মাঝপথে চাহিদা বদলালেও তা দ্রুত ঠিক করে নেওয়া যায় এবং সময় নষ্ট না হয়। Sprint শেষে আবার টিম বসল। মাজহার জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় দেরি হলো? পেমেন্ট প্রসেসে কোথায় Bottleneck? কীভাবে পরের Sprint-এ কমানো যায়?"

কয়েক মাস পরেই চিত্র পাল্টে গেল। ভেন্ডর খুশি, কারণ তারা এখন জানে কবে পেমেন্ট হবে। প্রোকিউরমেন্ট টিমের চাপ কমেছে, কারণ কোনো কাজই এখন গোপন নয়, সবাই টাস্ক বোর্ডে দেখতে পাচ্ছে। ম্যানেজমেন্ট সন্তুষ্ট, কারণ প্রোজেক্ট সময়মতো শেষ হচ্ছে।

একদিন মিটিং শেষে রাকিব হেসে বলল, "ভেন্ডর এখন আর অভিযোগ করে না, উল্টো প্রশংসা করছে।" রাইসুল যোগ করল, "আগে ফাইলের খোঁজে আমাদের ঘুরতে হতো। এখন সব ট্র্যাক করা যায়।" সাবের বলল, "এখন মনে হয় আমরা সত্যিই টিম হয়ে কাজ করছি।" শেষ মিটিংয়ে মাজহার বললেন, "Agile কেবল প্রসেস না, এটা একটা সংস্কৃতি। Agile শেখায় :

বড় কাজকে ছোট ছোট ধাপে ভাগ করে নেওয়া।

পরিবর্তনকে ভয় না পেয়ে স্বাগত জানানো।

আর ভেন্ডর ও ইউজারকে শুরু থেকেই কাজের সঙ্গী করে নেওয়া।"

মাজহারের কথায় সবাই যেন নতুন করে অনুপ্রেরণা পেল। কেবল টেন্ডার, কোটেশন বা বিল পেমেন্টের প্রক্রিয়া নয়। এটি হলো ব্যাংকের উন্নয়নের ইঞ্জিন।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৪১৬৫
সেন্ট্রাল প্রোকিউরমেন্ট ডিপার্টমেন্ট,
সার্ভিস অ্যান্ড এস্টেট ডিভিশন

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য

মোট
নতুন নিয়োগ

১৬৮

নতুন নিয়োগ
(নারী)

৫৯

মোট পদোন্নতি

৩৩৩

পরিবারের নবজাতক
শিশু সদস্য

৭২

প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের ধরন	সংখ্যা
(ক) কোর ব্যাংকিং	৬,৩৪২
(খ) সফ্‌ট স্কিল	৬০৬
(গ) অপারেশনাল এক্সেলেন্স	৩,২৯১

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও ক্যারিয়ার উন্নয়ন কার্যক্রম

'ওয়ার্কশপ অন কারেন্সি ম্যানেজমেন্ট বাই শিডিউলড ব্যাংক'স ব্রাঞ্চেস', আইএফআইসি ব্যাংক ট্রেনিং ইন্সটিটিউট

'ইনডাকশন প্রোগ্রাম ফর ট্রানজ্যাকশন সার্ভিস অফিসার', আইএফআইসি ব্যাংক ট্রেনিং ইন্সটিটিউট

ট্রেইনিং ফর ট্রেইনারস প্রোগ্রাম অন প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যান্ড কম্ব্যাটিং ফাইন্যান্সিং অব টেররিজম, আইএফআইসি ব্যাংক ট্রেনিং ইন্সটিটিউট

'সুইফট্ আইএসও ২০০২২ অ্যান্ড সিবিপিআর+' কর্মশালা,
আইএফআইসি ব্যাংক ট্রেনিং ইন্সটিটিউট

'বেসিকস্ অব ব্যাংকিং', আইএফআইসি ব্যাংক ট্রেনিং ইন্সটিটিউট

'বিল্ডিং টুগেদার, টুওয়ার্ডস টুমরো', বেস ক্যাম্প, শফিপুর, গাজীপুর

IFIC
আইএফআইসি
আমার একাউন্ট
সুবিধা যেমনই চাই
একাউন্ট একটাই
আকর্ষণীয় রেটে দৈনিক মুনাফা পাওয়া যায়
আইএফআইসি একাউন্টে চার্জ ফ্রি লেনদেন করা যায় যত খুশি
আইএফআইসি আমার কার্ড বিদেশেও ব্যবহার করা যায়
ব্যবসায়িক লেনদেনও করা যায়
থাকুন, দেশের বৃহত্তম ব্যাংকের সাথে
ওয়ান স্টপ সার্ভিস নিয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে আছে ১৪০০+ শাখা-উপশাখা
এজেন্ট নয় সরাসরি ব্যাংকের সাথে ব্যাংকিং
বিস্তারিত জানতে
১৬২৫৫
০৯৬৬৬৭ ১৬২৫৫

আইএফআইসি নিয়ে আপনার ভাবনা

আইএফআইসি'র ছায়াতলে একটি কর্মজীবনের অধ্যায় 'সেবায়, সাফল্যে ও আস্থায়'

সৈয়দা তানজিনা বেগম

সকাল ৯.৩০ মি.। শাখা এখনও পুরোপুরি খোলেনি, কিন্তু অপেক্ষায় একজন গ্রাহক। তার একটাই কথা, "আমার ছেলে বিদেশ যাবে, আজকেই ডেবিট কার্ড লাগবে।" আমি জানি, নিয়ম অনুযায়ী এটা কঠিন, কিন্তু আমি চেষ্টা করি।

আমি একজন কাস্টমার সার্ভিস অফিসার। কেউ বলেন 'সামনের সারির সৈনিক', কেউ বলেন 'ব্যাংকের চেহারা'। প্রতিদিন আমার টেবিলের দুই পাশে থাকে দুটি জগত : একদিকে ব্যাংকের বিধিমালা, অন্যদিকে মানুষের চাওয়া-পাওয়া, কখনও খুশি, কখনও বিরক্তি।

আমার কাজ শুধু ফর্ম ফিল-আপ নয়। আমি একজন অভিভাবকের মতো চেষ্টা করি একজন প্রবীণ গ্রাহকের কনফিউশন দূর করতে, একজন শিক্ষার্থীর প্রথম একাউন্ট খোলার আনন্দ ভাগ করে নিতে, আবার কখনও একজন ক্লায়েন্টের অভিযোগ শান্তভাবে শুনে তা সমাধান করতে।

সবচেয়ে বড় কথা, আমি প্রতিদিন শিখি- মানুষকে সেবা দিতে হলে কেবল প্রক্রিয়া জানা নয়, হৃদয়টাও খোলা রাখতে হয়। একজন ব্যাংকার শুধু আর্থিক লেনদেন করে না, তিনি ভরসা দেন, পথ দেখান।

ব্যাংকে সময় মানে শুধু ঘড়ির কাঁটা নয়, হাজারো মানুষের জীবনের ছন্দ। এক মিনিট দেরি মানে একজন শিক্ষার্থীর ফি জমা হয়নি, এক ঘণ্টার বিলম্বে একজন ব্যবসায়ীর চেক অনার হয়নি, এক দিনের বিলম্বে প্রবাসী ভাইয়ের টাকা পৌঁছায়নি। আমরা প্রতিদিন একাউন্ট খুলি, চেক পাস করি, ঋণের আবেদন গ্রহণ করি। এসবের ভিড়ে কখনও কি ভাবি- প্রতিটি ফর্মের পেছনে থাকে একটি পরিবার, একটি স্বপ্ন, একটি পরিকল্পনা!

আমি শিখেছি- ব্যাংকিংয়ে সময় শুধু মূল্যবান নয়, এটা অনেকের জন্য ভাগ্যও নির্ধারণ করে। তাই প্রতিটি লেনদেন, প্রতিটি

প্রসেসিং, প্রতিটি কথা- আমার কাছে দায়িত্ব।

একদিন এক মা এলেন তার সন্তানের জন্য একটি শিক্ষার সঞ্চয় স্কিম খুলতে। বললেন, "এই টাকাটুকু দিয়েই ওর ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে।" আমি শুধু ফর্ম পূরণ করিনি, আমি ভবিষ্যতের একটি ছোট্ট অংশে সহায়তা করেছি।

ব্যাংকিং মানে শুধু লেনদেন নয়, মানুষের জীবনে অংশীদার হয়ে ওঠা। আমি কাগজে কাজ করি ঠিকই, কিন্তু প্রতিটি কাজে জড়িয়ে থাকে একটি মানুষের গল্প। এই গল্পগুলোর মাঝেই আমি খুঁজে পাই আমার কাজের স্বার্থকতা।

প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে IFIC আজ Paperless Banking, Smart App, Real-time Services-এর দিকে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু এর মূলে আজও রয়েছে একটি বিষয়- ভালোবাসা

দিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানো। IFIC ব্যাংক আমার কাছে শুধুই আর্থিক প্রতিষ্ঠান নয়- এটা আমার দ্বিতীয় পরিবার। আমি গর্ব করি যে, আমি এই পরিবারের একজন সদস্য। আর আমি বিশ্বাস করি, এই পরিবার শুধু সফলতা নয়, মানুষের ভালোবাসায় আরও সমৃদ্ধ হবে।

IFIC সবসময় তার কর্মকর্তাদের উৎসাহ দেয় নেতৃত্ব দিতে, শিখতে এবং অন্যকে এগিয়ে নিতে। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি- এখানে কাজ মানে কেবল নিয়ম মানা নয়, বরং প্রতিটি সমস্যার মানবিক সমাধান খোঁজা। এই প্রতিষ্ঠানে সেবায়, সাফল্যে ও আস্থায়- এই তিনটি শব্দ শুধু স্লোগান নয়, বরং প্রতিদিনের চর্চার অংশ।

কেউ একজন বলেন, "IFIC ব্যাংকের ব্র্যান্ড কী?" আমি বলি, "আমার ব্যবহার।"

এমপ্লয়ি আইডি : ০০১০৭৫
স্টক এক্সচেঞ্জ শাখা, ঢাকা

একটি কম্বলের উষ্ণতা

পারভেজ আহমেদ

কোলারহাট বাজারের এক কোণে বসে থাকা এক বৃদ্ধ, নাম তারা মিয়া (ছদ্মনাম), বয়স ৯১। চোখে ভালোমতো দেখেন না। তবু, প্রতিদিন সকালে বাড়ি থেকে বের হন কিছু লেবু নিয়ে, পলিথিনে মুড়ে ছোট্ট চট বিছিয়ে বসেন বাজারে। তাঁর জীবিকা এটাই- লেবু বিক্রি করে দিন চলে।

তারা মিয়ার সংসারে আছেন তিনি, তাঁর সমবয়সি স্ত্রী এবং বিধবা মেয়ে, যার স্বামী মারা গেছে বজ্রপাতে। এই তিনজনের জীবনে শীত মানেই নতুন আতঙ্ক। রাতে শুতে গেলে ঠান্ডায় হাত-পা জড়িয়ে আসত, কম্বলের অভাবে অনেক সময় আগুন জ্বালিয়ে কাটাতে হতো রাত।

কম্বল বিতরণ কর্মসূচি ২০২৫, ৯ জানুয়ারি ২০২৫, কোলার হাট উপশাখা

ঠিক সেই সময়েই, IFIC Bank PLC-এর উদ্যোগে গোয়ালন্দ শাখার কোলার হাট উপশাখা আয়োজন করে শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যক্রম। দেশের নানা প্রান্তের মতো এখানে এসেও তারা খুঁজে খুঁজে বের করে এই সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত মানুষগুলোকে।

যখন তারা মিয়ার হাতে তুলে দেওয়া হয় একখানা মোটা-নরম কম্বল, তিনি কিছুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে থাকেন। তারপর দু'হাত মেলে বলেন, "আল্লাহ আপনাদের ভালো করুক। এই কম্বলে হয়তো এবার ঠান্ডায় বুড়িটারে জড়ায়ে রাখতে পারমু।" তাঁর কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা, চোখে জল।

একটি কম্বল হয়তো শহরের কারও কাছে তেমন কিছু নয়। কিন্তু তারা মিয়ার কাছে এটি ছিল জীবন রক্ষার মতো এক উপহার- এক টুকরো উষ্ণতা, ভালোবাসা আর মানবতার নিঃশব্দ ঘোষণা।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৬১৪১
কুষ্টিয়া শাখা, কুষ্টিয়া

ভালোবাসার উপশাখা 'ইত্তেফাক মোড়'

নুসরাত হাবিব কবিতা

আমার অনেক প্রিয় উপশাখার নাম 'ইত্তেফাক মোড় উপশাখা', যেখানে আমার পোস্টিং হয় ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে টিএসও হিসেবে। ৯ মাস পরে আমার উপশাখার ইনচার্জ ট্রান্সফার হয়ে গেলে আমাকে অফিসার ইনচার্জ হিসেবে সিলেক্ট করা হয়।

প্রথমদিকে আমি ঘাবড়ে গেলেও আস্তে আস্তে বুঝলাম নিজের কনফিডেন্স যদি না রাখি, তাহলে ভালো করতে পারব না। আস্তে আস্তে সবকিছু বুঝতে শুরু করলাম। বুঝতে পারলাম যে সার্ভিস যত ভালো দিতে পারব, তত বেশি একাউন্ট হবে এবং ডিপোজিট কালেকশনও বাড়বে। যেহেতু উপশাখাটি মতিঝিলের প্রাণকেন্দ্রে, তাই এর অফিস ভাড়াও অনেক বেশি। শিখতে হলো কীভাবে কত কম খরচে উপশাখাটিকে চালানো যায় এবং প্রফিটে আসা যায়।

আমি ইনচার্জ হওয়ার পর কয়েক মাসের মধ্যেই আমি ১০ কোটির মাইলফলক অর্জন করি ডিপোজিট কালেকশনে। খুব দ্রুতই আমার উপশাখাতে ডিপোজিট ৩০ কোটি ছাড়িয়ে যায়। এরপর প্রফিট আসতে শুরু করে। এভাবেই উপশাখার অর্জনের মাধ্যমে আমার সাফল্য শুরু হয় ব্যাংকিং ক্যারিয়ারে। আমিও খুবই এনজয় করতে শুরু করি, ব্যাংকের সার্ভিস দেয়া থেকে শুরু করে সকল কাজ। যখনই সফলতা অর্জন করি, অনেক ভালো লাগা কাজ করে। আমার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার স্যারও আমাকে সবসময় অনেক উৎসাহিত করতেন যেন আমি আরও ভালো করতে পারি। আমার উপশাখার সকল কাস্টমাররা আমাদের সার্ভিসে অনেক খুশি হন এবং নিজেরাই আরও কাস্টমার নিয়ে আসেন একাউন্ট করানোর জন্য। আমার যে টিএসও ছিল, ও আমাকে অনেক সাহায্য করেছিল উপশাখাটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। সাথে দুইজন ডিএসটি ছিল, যারা অনেক ভালো

করছিল। আমাদের সকলের কাজের ভালো বন্ডিং এবং সাহায্য-সহযোগিতা আমাদেরকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দেয়।

একটি ছোট্ট ঘটনা শেয়ার করছি উপশাখার। আমাদের সার্কুলার অনুযায়ী ম্যানেজার বলেন যে উপশাখায় কমপ্লেইন বক্স লাগাতে। আমরা অ্যারেঞ্জমেন্ট করি কমপ্লেইন বক্স লাগানোর জন্য। যখন আমরা কাজ করছিলাম, তখন কিছু কাস্টমার ছিলেন অফিসের মধ্যে। তারা আমাকে বললেন যে আপু আপনারা কমপ্লেইন বক্স কেন লাগাচ্ছেন, আপনারা প্রশংসা বক্স লাগান, আমরা সবাই মিলে প্রশংসা লিখে বক্সে ফেলে দেবো। সেদিন আসলে আনন্দের সাথে সাথে লজ্জাও লাগছিল খুব। যাই হোক, হঠাৎ একদিন আমার অফিস অর্ডার আসে পোস্টিংয়ের। আর আমার প্রাণের প্রিয় এবং ভালোবাসার ইত্তেফাক মোড় উপশাখাকে রেখে আমার চলে আসতে হয়। উপশাখাটির সাথে আমার এত এত ভালো আর সুন্দর স্মৃতি জড়িয়ে আছে, যা আমি কোনোদিনও ভুলব না।

ইত্তেফাক মোড় উপশাখাটি আস্তে আস্তে হয়ে উঠেছিল আমার ভালেবাসার উপশাখা। "যেতে নাহি দিব হায়, তবু যেতে দিতে হয়" এই উক্তিটার মতোই আমিও চলে এসেছি আমার উপশাখাটিকে রেখে। অনেক ভালো থেকো আমার ভালোবাসার ইত্তেফাক মোড় উপশাখা।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৪৩৫১
ট্রেড সার্ভিস সেন্টার-১

ব্যাংকিংয়ের বাইরে এক টুকরো মানবতা

কাজী জিয়াদ হোসেন

প্রতিদিন বহু মানুষের টাকার লেনদেন করি আমরা– জমা, উত্তোলন, ডিপিএস, স্থায়ী আমানত ভাঙানো কিংবা শুধু একটি ব্যালেন্স জেনে যাওয়া। কাজগুলো দেখতে সাধারণ। কিন্তু ব্যাংকার জীবনের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় বুঝি– এই টাকাগুলো শুধু টাকা নয়, এই ঘামে ভেজা টাকাগুলোর গন্ধে মিশে থাকে জীবনের গল্প।

যখন একজন বৃদ্ধ এসে কাঁপা কাঁপা হাতে তার মাসিক ডিপিএস জমা দেন, আমি কেবল কম্পিউটারে বা সিস্টেমেই এন্ট্রি দেই না– আমি বুঝি, তিনি কষ্ট করে তিলে তিলে সঞ্চয় করছেন... হয়তো নাতির পড়াশোনার জন্য, হয়তো নিজের শেষ বয়সের একটু নিশ্চয়তার আশায়।

একজন গৃহিণী যখন প্রতি মাসে ঠিক ৫০০ টাকা করে জমিয়ে যাচ্ছেন, আমি জানি, তিনি সংসারের বাজার থেকে একটু একটু করে বাঁচিয়ে রাখছেন। তার সেই ছোট সঞ্চয়ের ভেতর আছে অনেক আকাঙ্ক্ষা, আত্মত্যাগ আর আশার মিশেল।

সবচেয়ে বেশি থমকে যাই তখন, যখন কেউ তার স্থায়ী আমানত ভাঙাতে আসেন– যে টাকাটা সারা জীবনের অর্জন ছিল, আজ হয়তো সন্তানের চিকিৎসায়, মায়ের অপারেশনে কিংবা ঘরে চাল-ডাল তোলার শেষ চেষ্টায় অথবা হঠাৎ কোনো অঘটনের ঝড়ে দরকার পড়েছে। সার্ভিস আবেদনে সই করার সময় অনেকেই চোখের পানি লুকাতে পারেন না। সেদিন অফিসের নিয়মের চেয়ে মানবিকতা বড় হয়ে ওঠে।

হিসাব মিলিয়ে আমরা প্রতিদিনের লেনদেন শেষ করি, কিন্তু দিন শেষে বাছাই করা ছেঁড়া-ময়লা টাকার বান্ডিলের দিকে তাকিয়ে দেখি– সেখানে শুধু টাকা নেই, আছে ঘামে ভেজা পরিশ্রম, না বলা অনেক গল্প, আর জীবন সংগ্রামের স্পর্শ।

আমি সৌভাগ্যবান, কারণ প্রতিদিন এমন মানুষের ছোঁয়া পাই, যারা জীবনের ছোট ছোট সংগ্রামে বড় হয়ে ওঠে। আর সেই সংগ্রামের সাক্ষী হয়ে ওঠে যখন একজন ব্যাংকার– তখনই জন্ম নেয় ব্যাংকিংয়ের বাইরের এক টুকরো মানবতা।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৫০৪০
নবাবগঞ্জ এসএমই/কৃষি শাখা, ঢাকা

সেবা আর ভালোবাসায় গড়া সাফল্য

আর কে আসিফ খান

২০২২ সালের ডিসেম্বরের ২০ তারিখে মাত্র এক বছর দুই মাসের চাকরিজীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি যোগ দিই সাঁথিয়া উপশাখায় অফিসার ইনচার্জ হিসেবে। মাওনা শাখা থেকে স্বেচ্ছায় এসেছিলাম- স্বপ্ন ছিল গ্রামের মানুষদের ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেওয়ার। কারণ, দেশে ব্যাংকের সংখ্যা অনেক হলেও গ্রামীণ মানুষ এখনও মূলধারার ব্যাংকিংয়ের বাইরে রয়ে গেছে। অনেকেই ব্যাংকে যেতে সংকোচ বোধ করে, আবার প্রয়োজনীয় সেবা আর সম্মানের অভাবও একটা বড় কারণ।

যখন যোগ দিই, তখন উপশাখায় ডিপোজিট মাত্র ২.৩৫ কোটি টাকা আর গ্রাহক সংখ্যা মাত্র দুই শতাধিক। দেখতে পেলাম, গ্রাহক আসছেনই না, এমনকি লোনের জন্যও না। এলাকার মানুষ কেন ব্যাংকে আসে না- এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বুঝলাম, এই এলাকার মানুষ ব্যাংক বলতে সরকারি এবং ইসলামি ব্যাংককে বেশি প্রাধান্য দেয়। আমাদের প্রথম চ্যালেঞ্জ ছিল গ্রাহকদের মনে আমাদের ব্যাংকের প্রতি আস্থা গড়ে তোলা।

২০২৩ সালের শুরুর দিকে শীতের সময়ে আমি ও আমার টিম সিদ্ধান্ত নিলাম- আমরা গ্রাহকের কাছে যাব। অফিসের কাজ শেষ করে লিফলেট হাতে নিয়ে মানুষের সাথে কথা বলতাম, শুনতাম তাদের ব্যাংকিং অভিজ্ঞতা আর সমস্যা। তিন মাসে প্রায় ১০০০ লিফলেট বিতরণ করলাম। বাজারে বিভিন্ন প্রভাবশালী স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করলাম। লিফলেট বিতরণের সময় প্রতিদিন প্রায় ১০-১৫ কাপ চা পান করতে হতো। মুখ তিতা হলেও না করতে পারতাম না, যদি গ্রাহক মনে কষ্ট পায়। ধীরে ধীরে মানুষ আমাদের ব্যাংকে আসা শুরু করল।

আমি বুঝতে পারলাম, আমাদের গ্রামের মানুষ চায় সম্মান আর সময়মতো সেবা। তাই, আমরা আপ টু দ্য মার্ক সার্ভিস চালু করলাম- যেমন গ্রাহকের সময় বাঁচানোর জন্য ঝামেলাহীন প্রক্রিয়া, সহজে বোঝানো, দ্রুত কাজ শেষ করা। আর গ্রাহক এলেই আপ্যায়ন- এক কাপ চা হলেও। সাঁথিয়া বাজারের মানুষ জানে, আমাদের শাখায় চা না খেয়ে কেউ ফেরত যায় না!

আমাদের এই আন্তরিক প্রচেষ্টায় পরিবর্তন আসতে শুরু করল। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে আমরা ১০ কোটি টাকা ডিপোজিটের মাইলফলক স্পর্শ করি এবং ব্রেক ইভেনে চলে যাই। শুধু সাঁথিয়া নয়, আশেপাশের বাজারেও আমরা লিফলেট বিতরণ আর গ্রাহক বাড়ানোর কাজ চালিয়ে যাই। দিন দিন আস্থা বাড়তে লাগল।

আমার দুইটা গল্প মনে পড়ে গেল। ২০২৩ সালের দিকে, বৃহস্পতিবার অফিস শেষ করে মাত্র বাসায় গিয়েছি, হঠাৎ এক গ্রাহক ফোন দিলেন, "জোর করে তো একটা কার্ড দিলেন, এইটা চালু করে কেমন করে? আর টাকা তোলে কেমন করে? একটু দেখায় দিয়ে যান, আমি সকালে ঢাকা যাব, সেখানে যদি টাকার দরকার হয়।" আমি সাথে সাথে গিয়ে কার্ডটি অ্যাকটিভ করেছি।

আরেকদিন, হঠাৎ এক গ্রাহক রাত ১১.৩০ মিনিটে ফোন দিলেন, "স্যার, আমার কার্ড হারিয়ে গেছে। এখন যদি টাকা-পয়সা সব নিয়ে যায়? আমি তো বলেছিলাম, কার্ড নিব না; আপনি জোর করে দিলেন!" আমি তখন উত্তর দিলাম, "আপনার গোপন নাম্বার ছাড়া কেউ টাকা তুলতে পারবে না।" তখন গ্রাহক বললেন, "এখন আমার ঘুমটা হবে।"

আমাকে কিন্তু গ্রাহকরা ২৪ ঘণ্টা ফোন দিতে পারে। গ্রামীণ মানুষজন সবাই ১৬২৫৫ নম্বরে কথা বলতে পারে না।

এরকম অনেক গল্প আছে। ২০২৩ সালে এক গ্রাহকের কাছে গিয়েছিলাম, তাকে বললাম, "কারেন্ট একাউন্টে টাকা রাখলে দৈনিক লাভ।" তিনি উত্তরে বললেন, "এত ভালো ভালো না, এত লাভের লোভ দিয়ে পরে হারিয়ে যাবেন না তো?" সেই গ্রাহকের পেছনে এক বছর লেগে থাকার পর, তিনি দ্বিগুণ মুনাফা স্কিম করেছেন।

এই লেখা যখন পাঠাচ্ছি তখন আমাদের ডিপোজিট প্রায় ৪০ কোটি, গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৯০০ (১৭/০৭/২০২৫)।

আমাদের উপশাখার এই সাফল্যের মূলমন্ত্র একটাই- মানুষকে মানুষ হিসেবে সম্মান করা, তাদের সময় ও চাহিদাকে গুরুত্ব দেওয়া এবং শুধু পণ্য নয়, সম্পর্ক তৈরি করা।

সাঁথিয়া উপশাখা এখন শুধু ব্যাংক নয়, এই এলাকার মানুষের আস্থা আর ভালোবাসার জায়গা। আর এই পথচলা অব্যাহত থাকুক গ্রামের মানুষের জীবন পরিবর্তনের প্রত্যাশায়।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৬৮৩৬
সাঁথিয়া উপশাখা, পাবনা

ব্যাংকিং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এআই (AI)

মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন

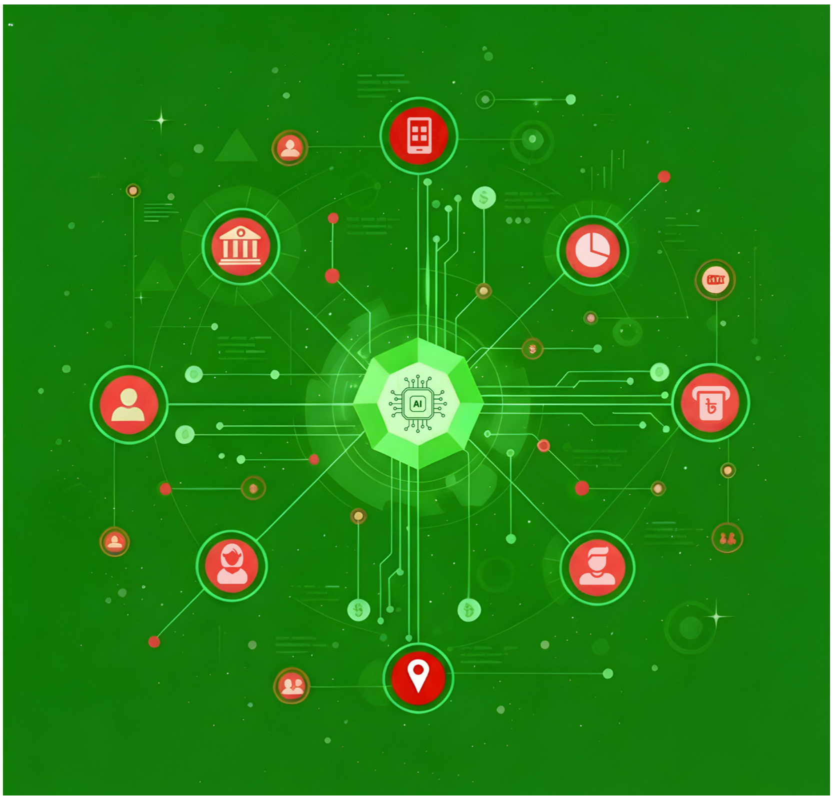

ব্যাংকিং শিল্প দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এই পরিবর্তনের মূলে রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)। একজন ব্যাংক কর্মকর্তা হিসেবে AI সম্পর্কে গভীর সচেতনতা এবং জ্ঞান অর্জন ভবিষ্যতের ব্যাংকিং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অপরিহার্য। এটি কেবল দক্ষতা বৃদ্ধি করে না, বরং ব্যাংক এবং গ্রাহক উভয়ের জন্যই নতুন সুযোগ তৈরি করে।

প্রথমত, গ্রাহক পরিষেবা উন্নতকরণে AI-এর ভূমিকা অপরিসীম। AI-চালিত চ্যাটবট এবং ভার্চুয়াল অ্যাসিসটেন্টগুলো ২৪/৭ গ্রাহকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, লেনদেনের তথ্য সরবরাহ করতে পারে, এমনকি ব্যক্তিগতকৃত আর্থিক পরামর্শও দিতে পারে। AI সম্পর্কে কর্মকর্তাদের জ্ঞান থাকলে, তারা এই প্রযুক্তিগুলোকে আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। ফলে, গ্রাহকরা দ্রুত এবং নির্ভুল পরিষেবা পাবেন। এটি গ্রাহকদের সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করবে এবং ব্যাংকের প্রতি তাদের আস্থা বাড়াবে।

দ্বিতীয়ত, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং জালিয়াতি প্রতিরোধে AI একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। AI অ্যালগরিদমগুলো বিশাল ডেটাসেট বিশ্লেষণ করে অস্বাভাবিক প্যাটার্ন শনাক্ত করতে পারে, যা সম্ভাব্য জালিয়াতি বা মানি লন্ডারিং কার্যকলাপ নির্দেশ করে। কর্মকর্তাদের যদি AI-এর কার্যকারিতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকে, তাহলে তারা এই সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করে আরও কার্যকরভাবে ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে এবং আর্থিক অপরাধ প্রতিরোধ করতে পারবেন। এটি ব্যাংকের আর্থিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করবে এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর চাহিদা পূরণে সহায়তা করবে।

তৃতীয়ত, অপারেশনাল দক্ষতা বৃদ্ধিতে AI গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। AI পুনরাবৃত্তিমূলক কাজগুলো স্বয়ংক্রিয় করতে পারে, যেমন : ডেটা এন্ট্রি, নথি প্রক্রিয়াকরণ এবং রিপোর্ট তৈরি। এর ফলে কর্মকর্তাদের সময় বাঁচবে এবং তারা আরও কৌশলগত ও বিশ্লেষণাত্মক কাজে মনোনিবেশ করতে পারবেন। AI সম্পর্কে জ্ঞান কর্মীদের নতুন প্রক্রিয়াজাতকরণে দ্রুত মানিয়ে নিতে এবং প্রযুক্তির পূর্ণ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সাহায্য করবে।

চতুর্থত, প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে AI অপরিহার্য। বর্তমানে অনেক ফিনটেক সংস্থা AI ব্যবহার করে উদ্ভাবনী পরিষেবা দিচ্ছে। ব্যাংকগুলোকে এই প্রতিযোগিতার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে AI-কে তাদের মূল কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। AI সম্পর্কে কর্মকর্তাদের জ্ঞান থাকলে তারা নতুন AI-ভিত্তিক পণ্য এবং পরিষেবা বিকাশে অবদান রাখতে পারবেন, যা ব্যাংককে বাজারে একটি অগ্রণী অবস্থানে রাখবে।

পরিশেষে, AI সম্পর্কে সচেতনতা এবং জ্ঞান বৃদ্ধি ব্যাংক কর্মকর্তাদের জন্য একটি বিনিয়োগ। এটি ব্যাংক কর্মকর্তাদের কর্মজীবনের দক্ষতা বাড়াবে, ব্যাংককে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত করবে এবং গ্রাহকদের আরও উন্নত সেবা প্রদানে সহায়তা করবে। তাই, নিয়মিত প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালার মাধ্যমে ব্যাংক কর্মকর্তাদের AI সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৮৫৭১
কামারপাড়া উপশাখা, ঢাকা

রং-তুলির গল্প

জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৬৬৬১
শান্তিরহাট উপশাখা, চট্টগ্রাম

মারিয়াম সিদ্দিকা
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৫৪৯৯
মিরপুর শাখা, ঢাকা

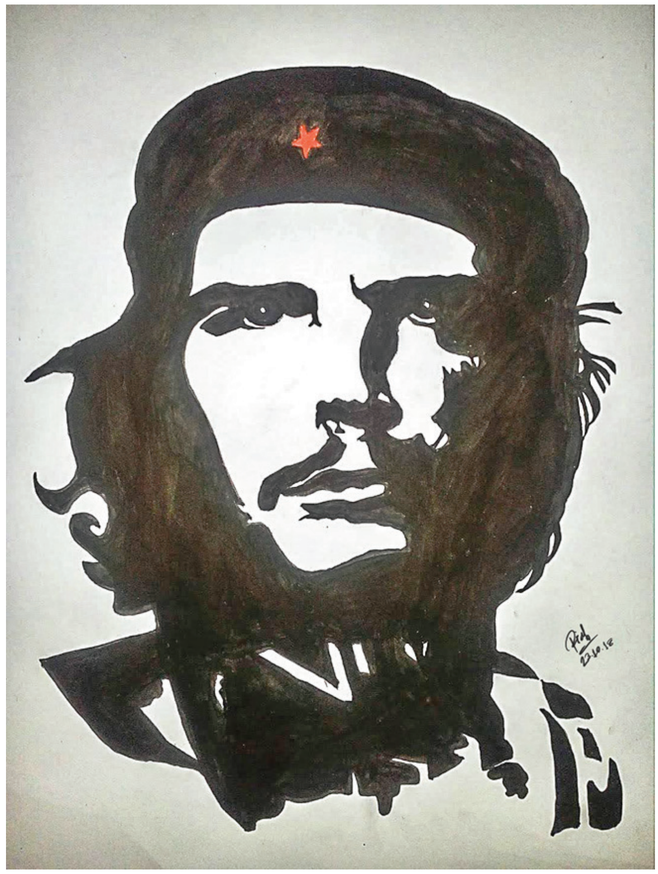

মোঃ রিয়াদ আকন
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯১৩৯
পটুয়াখালী শাখা, পটুয়াখালী

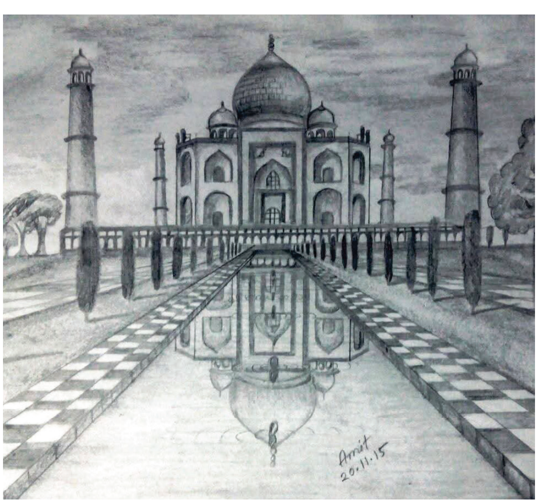

অমিত বিশ্বাস
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৪২৯৬
মৌলভীবাজার শাখা, ঢাকা

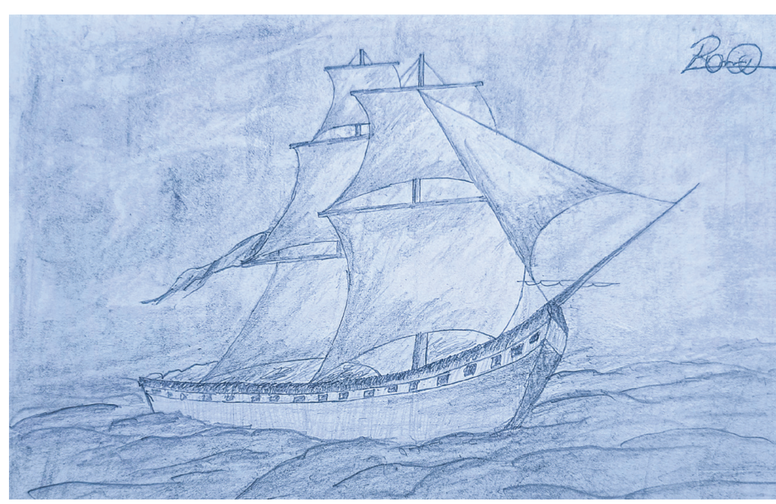

মো. রোকনুজ্জামান
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৮৫০৩
টিবি গেইট-সিলেট উপশাখা, সিলেট

সুন্দরবন

রাজু দেব নাথ

বাংলাদেশের ঐতিহ্য এক এই যে সুন্দরবন,
কী অপরূপ সৃষ্টি স্রষ্টার দেখলে জুড়ায় মন।
নদ-নদীতে রাখছে ঘিরে হাঙ্গর কুমির দিয়ে,
আমার দেশের অহংকার এই সুন্দরবনকে নিয়ে।
কত মানুষ দেখতে আসে সুন্দরবনের ছবি,
শিল্পী কত ছবি আঁকে, কাব্য লেখে কবি।
রঙ-বেরঙের কত পাখি এই বনেতে থাকি,
যার সাথী তাঁর কাছে পেতে করে ডাকাডাকি।
গরান গেওয়া বাইন কেওড়া সুন্দরী পশুর আগে,
চায়না মন ফিরতে ঘরে গেলে তাদের কাছে।
সাপ-বিচ্ছু বোলতা ভীমরুল, আছে মশা মাছি,
বানরগুলি গাছের ডালে করে নাচানাচি।
বন্যপশু হরিণ শুকর, আরও আছে বাঘ,
জ্ঞান থাকে না দেখলে পায়ের থাবা থাবা দাগ।
কেউবা কাটে গোলপাতা, কেউবা কাটে কাঠ,
বনের মাঝে চলছে যেন গঞ্জ গাঁয়ের হাট।
স্রষ্টার এই সৃষ্টির কথা বুঝে ওঠা ভার,
ফল ও ফুলে বনটি ভরা দেখতে চমৎকার।
কত রকম পশু-পাখি, কত রকম গাছ,
কে বলিবে ওর নদীতে কত রকম মাছ?
কত যে কী দিয়ে ঈশ্বর সৃষ্টি করছে তারে,
সেই ছাড়া এই কথা বলতে কি কেউ পারে?

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৪৪৭১
দর্শনা শাখা, চুয়াডাঙ্গা

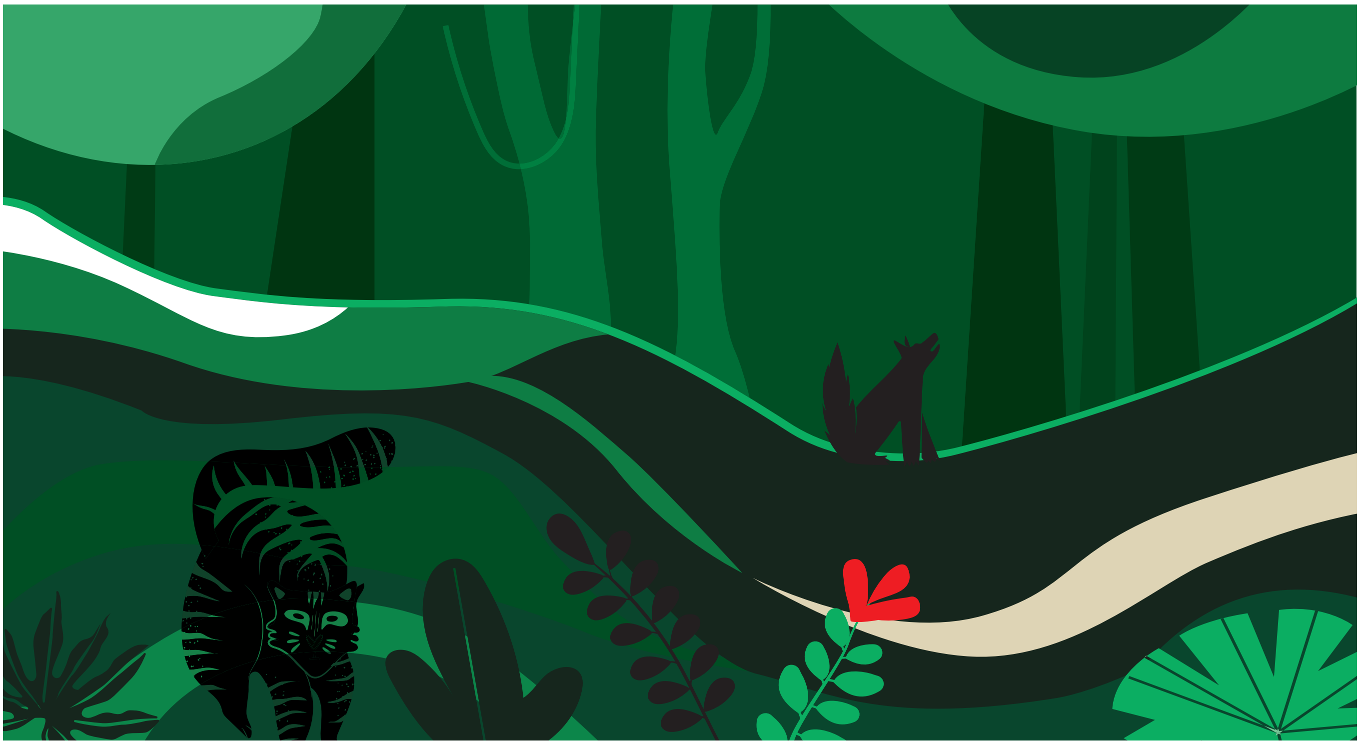

বাংলা ভাষা

মোঃ আব্দুল মমিন

প্রবাসেতে যখন কথা বলি আমি,
বিদেশিরা বলে তুমি বাঙালি।
বাংলাদেশে জন্ম বলে, বাঙালি নয়।

বাংলা মোর মাতৃভাষা তাই বাঙালি কয়।
আমার বাংলা ভাষা বলতে বড় ভালো লাগে।
আমি বাঙালি ভাবলে, চোখে জল আসে।
মোরা তো সহজে হই নাই বাংলাভাষী,
অনেক জীবনের বিনিময়ে মোরা আজ বাঙালি।
উর্দু হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, বলে খাজা নাজিমুদ্দীন।
খাজার সাথে সুর মিলালো বড়লাট জিন্নাহ।
বাংলা হবে রাষ্ট্রভাষা, বললো বাবু ধীরেন্দ্রনাথ।
বাংলাভাষীরা একাত্ম প্রকাশ করল বাবু'র সাথে।
তারপর কত ষড়যন্ত্র করল সরকার পক্ষ।
ষড়যন্ত্র প্রতিরোধে বাঙালিরা ছিল বড়ই দক্ষ।
মাতৃভাষা বাংলার জন্য চালাল আন্দোলন অবিরাম।
রাষ্ট্রভাষা বাংলা করব, এটা বাঙালিদের অঙ্গীকার।
১৪৪ ধারা করল জারি, ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি।
মোরা বাংলা ভাষার জন্য জীবন দিতে, পিছপা না হটি।
আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ি, ১৪৪ ধারা ভাঙতে।
বাংলা ভাষা মায়ের মুখে, বুলি করে রাখতে।
ফটক পেরিয়ে আন্দোলন, চলে আসে রাজপথে।
নির্বিচারে গুলি চালাল, বাংলার বীর সন্তানের বুকে।
সালাম, রফিক, জব্বার, শফিক ও বরকতের রক্তে রঞ্জিত রাজপথ।
তবু তারা থামাতে পারে নাই বাঙালির আন্দোলনের স্রোত।
অবশেষে স্বীকৃতি দিল, ১৯৫৬ সালের ২৩শে মার্চে।
আজও বাঙালিরা বাংলা ভাষায় অনর্গল কথা বলছে।
আমি বাংলা ভাষায় কথা বলি তাই বাঙালি।
বাংলা ভাষা দিয়েছে আমাদের এক উচ্চ মর্যাদার আসন।
বাংলা ভাষা এনে দিলো যারা, তাদের প্রতি চির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৭৯৫৮
ভালাইপুর বাজার উপশাখা, চুয়াডাঙ্গা

চলিল পথিক

মোঃ রোকনুজ্জামান

মাটির ঘরে প্রদীপ জ্বালাইয়া,
ছোট্ট প্রাণখানি আসিল নামিয়া,
ধানের গন্ধে, মাটির স্পর্শে-
জীবনের সূচনা এই গাঁয়ের নীড়ে...।

মাতার বক্ষে প্রথম নিঃশ্বাস,
পিতার ছায়ায় প্রথম আশ্রয়,
গ্রাম্যপথে এই কাদামাটিতে,
বাল্যকাল বহিল সরল প্রবাহে...।

নদীর ধারে শালিক ডাকে,
পাখির ছায়ায় দিন ফুরায়ে,
পাড়ার কোলাহল বুকে মিশায়ে,
মায়ার জালে মনটা হারায়ে...।

ভোর আলোতে মক্তবের হাঁক,
সন্ধ্যা লগনে ঘরের ডাক...।
বাদলা-বর্ষায় হইয়া দগ্ধ,
গ্রাম্য সুরে মন্ত্রমুগ্ধ।

তারপর আসিল বয়সের হাক,
চোখে স্বপ্ন, হাতে কালো জাল,
ঘাম ঝরায়ে গড়িল আপন-
ভালোবাসায় ভরিয়া উঠিল উঠোন...।

সন্তানের চোখে জ্বালিয়া আলো,
শিয়রে রইল ছাতার মতন,
ভাঙা হাড়ে, নিশীথ রাতে
ভাবিয়াছে- “ওরা থাকুক সুস্থ-যতন।”

সন্তান বড় হইল যত,
মুঠোফোনে সময় কমিল তত...
তবু দোয়া করিল প্রতিটি বেলা-
“কষ্টে যেন কাঁদে না বিধাতা।”

বন্ধুরা সব শহরের বাঁকে,
মা-বাবাও শুইল মাটির বুকে...।
সে রহিল কেবল একাকী ধরায়,
ভেজা চোখ বুনে প্রতিদিন বেলায়।

একদিন ভোরে, মক্তবের হাঁকে,
বুকে আর উঠিল না ঢেউ,
সারাটা জীবন মায়ায় বাঁধিয়া,
চলিলেন মাঝি...
একাকী রাখিয়া এই জগৎ কূল।

গাঁয়ের বাতাস থমকে দাঁড়ায়,
বৃক্ষ ঝরে, আকাশ হারে,
তাহাদের মুখে শুধু একটি বুলি–
“চলিল পথিক,
ভালোবাসা ছিল যার রক্তে-হাড়ে।”

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৮৫০৩
টিভি গেইট সিলেট উপশাখা, সিলেট

স্মৃতি-স্মরণে

নুরেন দুর্দানী

এই শীত কাটছে গ্রাম্য স্মৃতিগুলো ছাড়িয়ে
খুব ভোরে ঘুম ভেঙে কুয়াশা মুখে মেখে
ঘাসের বুকের ভেতর মেঠোপথ ধরে হাঁটাহাঁটি
কুয়াশার ঘোর না কাটতেই
চলে যেতাম ছোট্ট চায়ের দোকানে
সেখানে বসে ধোঁয়া-ওঠা আদা চায়ে চুমুক
পাখির ডাক আর নিশ্চুপ গ্রাম
ছোট কাপের গায়ে লেগে থাকা তাপে
হিম হাতের সুখের ওম নিতাম।
কিছু খুচরো পয়সায় মিটিয়ে দিতাম হিসেব
কী সারল্য যাপন, শান্ত হয়ে আসা মন।
ফিরতাম,
আবার ফিরে আসা হতো অন্য পথ ধরে
আমিতো এমনই যে পথ ধরে যাই
সে পথে আর ফিরিনে
ফেরা হয় অন্য কোনো পথে-
হোক তা কিছু দূরত্বে কিংবা অনেকটা দূরে
এক পথের জীবনে নাকি, পিছু ফিরতে নেই

পিছনে ফিরে যাবার কোনো উপায়ও নেই!
জেনেছি কখনও কেউ কেউ
মাঝপথে থেমে যায়, বৃত্তে ঘুরপাক খায়
আবার একক রেখা ধরে হেঁটে যায়
শুধু চলতেই হয়, আপন গতিপথ খুঁজে
জীবন নাকি এভাবেই যাচ্ছে হেঁটে-হেঁটে
কখনো নাকি দৌড়ে, আবার লাফিয়ে
দম নিবে না? একটুও কি থামবে না?
বসবে না আমার পাশে? শান্ত নদীর তীরে
একা জেগো না আর ছায়ার স্মৃতিতে
তোমার ছুটন্ত যাপনের ভেতর নিরন্তন...

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৫৭৫৩
তালতলা উপশাখা, ঢাকা

জীবনের দুই প্রান্ত

মোসা. সুরাইয়া আক্তার উর্মি

মন আজ বড্ড ভালো, বৃহস্পতিবার!

যাচ্ছি হেঁটে গন্তব্যে, নিজের বাসায়।
পথের এক প্রান্তে, মনের অজান্তে,
চোখ আটকাল এক ছোট্ট কারখানায়।

ভেতরে বেশ অন্ধকার, ভীষণ স্যাঁতসেঁতে,
চলছে অবিরত ভাঙা-গড়ার খেলা।
তিনজন করছে কাজ, চুড়চুড় কেউ ভাঙছে লোহা,
একপাশে গলছে লোহা, কেউ গড়ছে নতুন ছাঁচে।

ভাঙা-গড়ার মাঝেই হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম,

এক কোণে চোখে পড়ল এক অদ্ভুত দৃশ্য।
ফুটপাতের একপাশে আছে এক ছোট্ট দোলনা,
অপরপাশে শেষকৃত্যের, চিরবিদায়ের খাট।
এটাই তো বাস্তব, এটাই তো জীবন,
আজ আছে, কাল নেই- এভাবেই কাটে রজনি-প্রভাত।
অতি সামান্য সময় নিয়ে হাতে,
দোল খেতে খেতে আসি এই দুনিয়াতে।

শেষে চলে যাই, নিঃশব্দ বিদায় নিয়ে,
রয়ে যায় কিছু স্মৃতি, আর কিছু না বলা কথা।
তাই যতদিন বেঁচে থাকি, ভালোবাসা ছড়িয়ে দিই,
হয়তো আজই জীবনের পাওয়া শেষ মুহূর্তটা।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৬৬৩১
লবণচরা বাজার উপশাখা, খুলনা

শেষ পৃষ্ঠা

পঞ্চানন বিশ্বাস

অপু, জানো? তোমার নামটা এখন আর শুধু নাম নয়,
আমার নিঃশ্বাসের ভেতর মিশে থাকা একরাশ অনুভব।
তোমায় প্রতিদিন দেখি না, তবু তুমি আছো- চোখের পেছনে,
মনের ভেতরে, একটানা চলতে থাকা এক ভাবনার জালে।
তোমার কণ্ঠস্বর আমার নীরবতার সংগীত,
তোমার হাসি হলো আমার দিনের আলো,
আর তোমার অভিমান- আমার গভীর রাতের একলা কান্না।
তুমি বলো না কিছু, তবু সব বোঝাও।
তোমার চোখের দিকে তাকালেই আমি বুঝি-
এই পৃথিবীতে আমার ঠিকানা তোমার পাশে।
তুমি পাশে না থাকলে, ভালো লাগা হয় না আর কোনো গান,
কবিতার পংক্তি শুকিয়ে যায়,
এমনকি নীল আকাশটাও হয়ে যায় মলিন।
অপু, তুমি জানো না- তোমাকে হারানোর ভয়টা কেমন!
তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা খুব চিৎকার করে না,
শুধু চুপচাপ তোমার জন্য অপেক্ষা করে, প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে।
তোমার একটুখানি স্পর্শ পেলে, একটুখানি ভালোবাসা পেলে
আমি গোটা পৃথিবীটা ভুলে যেতে পারি।

তুমি যদি কখনো ক্লান্ত হও, ফিরে এসো- এই মনটা সবসময়
তোমার জন্যই অপেক্ষায় থাকে।
তুমি আমার গল্পের শেষ পৃষ্ঠা,
তোমার নামেই শুরু, তোমার চোখেই শেষ।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৭৬২৪
নথুল্লাবাদ উপশাখা, বরিশাল

আমার বাবা

তানভীর হাসান শাওন

আমার বাবা বৈদ্যুতিক পাখার স্মৃতি নিয়ে মরে গেছে
চাঁদে লোক গেছে, পৃথিবীর আয়ু আর মাত্র
সাড়ে সাতশো বছর- এসব জেনে মরে গেছে আমার বাবা
ফিক্সড ডিপোজিটে টাকা রাখলে দ্বিগুণ হয়-
এ কথা আমার বাবা ঘুণাক্ষরেও জানত না
নইলে আজ গুলশান কিংবা উত্তরা'র খোলা ছাদে
'প্লেন-পাইলট' খেলত তার নাতিপুতিরা
আমার বাবা মরে গিয়ে সঠিক কাজটাই করেছেন;
কেননা, জীবনবীমায় আজকাল আর কেউ
বিশ্বাস রাখে না
মরবার কিছু মাস আগে বাবা সিগারেট ছেড়েছিলেন
সিগারেটের ধোঁয়াটে আবহে বাবা তার বাবার মুখ
দেখতে পেতো, দেখতে পেতো বাল্যকাল,
খুব কষ্ট হতো বাবার
আমার বাবার বিলিওনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন ছিল,
বড়ো পলিটিশিয়ান হওয়ার খায়েশ ছিল,
বিরাট রোলস্ রয়সে চড়বার জারিজুরি ছিল;
ছিল না শুধু একটা চন্দন কাঠের বাক্স!
নইলে কত টাকা বাবা দু'হাতে জমিয়ে যেতেন!
আমার বাবা তার বউকে খুব ভালোবাসতেন, আসলে
ভালোবাসলে মরে গিয়েও বেঁচে ওঠা যায় কিনা!
মায়ের মনে আমার বাবা আজও তাই,
ঘোড়া ছুটিয়ে চলা বখতিয়ার!

এমপ্লয়ি আইডি : ০১০৪২২
নবীনগর উপশাখা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

প্রস্তাবনা

ইফতেখার হোসেন চৌধুরী

আমার কি যায় এমনি বেলা?
দিবায় নোটের ডাক হরকরা,
রাত্তিরেতে বেজায় ভাবি
পঙ্খিরাজেরও যন্ত্র মরা!
ডান-বায় যত জীবন-খেলা
সুখেই অচেতন,
দুখ সেবনের পরমকালে
চেয়ে পেয়ে ধরে আনার ঘাটে,
দিব্যি সচেতন।

জগতের কি হয় এমনি খেলা?
জাতের চিহ্ন ঘাটেই মরা,
রাত্তিরেতে সত্য ভারী
মিথ্যা তুষ্ট মিষ্টে ভরা।

ডান-বায় যত ভাবের মেলা
রাগমোচনেই শেষ,
সুখ শেষে সব বলির পাঠা
ছলে-বলে কৌশলের ঘাটে,
দিব্যি বনে যায় মেষ।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৭৭৯০
কবিরহাট উপশাখা, নোয়াখালী

গল্প ও স্মৃতিচারণ

শ্রাবণ গোধূলি

মো. সিরাজুল ইসলাম

স্কুলে পরীক্ষা থাকায় মঈন কিছুটা বিলম্বে বাসায় ফিরেছে। ক্লান্ত শরীরে কখন ঘুমিয়ে গেছে তা মঈনের খেয়াল নেই। শ্রাবণের দিনভর বৃষ্টি আর আকাশভরা মেঘে বিকেলেই যেন সন্ধ্যা নেমেছে।

“এবার ওঠ, সন্ধ্যা হয়ে গেছে।”

মায়ের হাঁক-ডাকে সে পাশ ফিরে বলল, “কী হয়েছে মা? কেবল তো ঘুমালাম।”

“আরে গাধা, ওঠ, দেখ কে এসেছে।”

মায়ের পিড়াপিড়িতে তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে উঠে বসল মঈন।

মঈন বছর দুই শহরের অদূরের স্কুলটিতে যোগদান করেছে। শহরে ছোট দুই রুমের একটি বাসায় মাকে নিয়ে ছোট সংসার।

“কই মা, কে এসেছে?”

বলতে বলতে দরজার বাইরে আসতেই দেখল একটি টুলের উপর লিপা বসা। বাসন্তী রঙের শাড়িতে গোধূলির আলোয় মেয়েটি যেন বাসন্তী পরী।

লিপা অনার্সে পড়ে। মঈনকে সে ‘মঈন ভাই’ বলে ডাকে। মঈনের উপর তার কিছুটা দুর্বলতা আছে, তবে মঈনের মা তাকে নিজের মেয়ের মতো ভালোবাসে। মা মারা যাবার পর থেকে লিপা মঈনের মা’কে একরকম নিজের মা বানিয়ে নিয়েছে।

কিন্তু, একি! লিপা তার দিকে বক্রভাবে তাকিয়ে আছে কেন? হঠাৎ সে আবিষ্কার করল তার গায়ে কিছু নেই। তার অপ্রস্তুত অবস্থা দেখে লিপা সশব্দে হেসে ফেলল।

মঈন লজ্জায় দ্রুত পেছন ফিরে গেল। ঘরে ঢুকে তাড়াতাড়ি একটা গেঞ্জি গায়ে চড়াতে গিয়েও হাত-পা গুলিয়ে ফেলল।

বাইরে এসে লিপাকে স্বভাব-সুলভ গম্ভীর গলায় বলল, “তুমি হেসে আমায় লজ্জা দিলে, কাজটা ঠিক করোনি।”

লিপা হেসে বলল, “আপনার বারান্দায় কি আমি বসতে পারি?”

চারপাশে শ্রাবণের টিপটিপ বৃষ্টি, গাছের পাতায় ঝরে পড়ছে শেষ বিকেলের পানি।

লিপা’র কণ্ঠে শ্রীকান্তের গান, “আমার সারাটা দিন মেঘলা আকাশ বৃষ্টি তোমাকে দিলাম...।”

মঈন এক দৃষ্টিতে লিপার মুখের দিকে তাকিয়ে। চোখে চোখ পড়তেই মঈনের বুকের ভেতর কেমন যেন কেঁপে উঠল। অবচেতন মনে তার কণ্ঠেও কবিতা :

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে,
সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,

মঈন বলে চলল, “ছোট্ট দুষ্টু মেয়েটি, চোখের সামনে তুমি কবে বড় হয়ে গেলে! ভেবেছিলাম একদিন বলব, আর বলা হয়নি।

আজ হঠাৎ তোমায় দেখে সেই পুরানো কথা মনে পড়ে গেল।"

লিপা একটু চুপ করে রইল।

তারপর বলল, "আমিও অপেক্ষায় ছিলাম। আজ হঠাৎ জানতে ইচ্ছে হলো, আপনি কেমন আছেন?"

বৃষ্টির শব্দের মাঝেই মঈন লিপার হাতে হাত রাখল।

লিপা চোখ নামিয়ে বলল, "আপনি এখনও আমায় ঠিক আগের মতোই দেখেন?"

মঈন বলল, "আরও বেশি। এই শ্রাবণ বিকেলে, তোমার শাড়িতে, তোমার হাসিতে আমি আবার নতুন করে হারিয়ে গেলাম।"

হঠাৎ মঈনের মা বারান্দায় এসে বললেন, "আহা, তোমরা গল্প করো, আমি একটু চা এনে দিই।"

মা চলে গেলেন। দুইটা হৃদয় পাশে বসে গল্পে মিশে গেল শ্রাবণের নরম বৃষ্টির সুরে। যেন পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর বিকেলটা ছিল ওদের জন্যই বরাদ্দ!

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৩০৮৪
ট্রেড সার্ভিস সেন্টার-১

স্মৃতির পরজীবী- The Memory Parasite

মেহেদী হাসান

ডা. অ্যালান নকরেক, একজন নিঃসঙ্গ গবেষক। প্রায়শই নিজেকে তার নিজের মনের গোলকধাঁধায় হারিয়ে যেতে দেখেন। তার দিনগুলো বয়ে যায় প্রাচীন বই আর অস্পষ্ট জার্নালের নীরব বেষ্টনীতে, যেখানে তিনি অবিরাম প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়ান। বেশির ভাগ সময়ই তিনি কাটান তার ল্যাবে। রাত যত গভীর হয়, ততই তিনি তার বিশৃঙ্খল কাজের জালে ক্রমশই আটকে পড়েন। এভাবে একদিন তিনি তার জীর্ণ-মলিন ডায়েরিতে একটি রহস্যময় কবিতা রচনা করেন। এটি লেখা হয় নিধী নামে কাউকে উদ্দেশ্য করে- এক কথিত প্রিয়জন, যার সঙ্গে তার কখনও পরিচয় পর্যন্ত নেই। প্রাত্যহিক জীবনে বা পেশার সূত্রেও কেউ তাকে চেনে না এবং নিধীর অস্তিত্ব নিগূঢ়তায় ভরা এক কানাঘুষা হিসেবে উদ্ভূত হয়েছে; যদিও এটি তার নিজের কল্পনাপ্রসূত বৈ আর কিছুই মনে হয়নি। অ্যালানের মনে বিশ্বাস জন্মেছে নিধী হলো একটি 'স্মৃতি পরজীবী', এ ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

কিন্তু, সেই নির্দিষ্ট মুহূর্তকে কেন্দ্র করে তার জীবনে অদ্ভুত ঘটনা ভিড় জমানো শুরু করে। তিনি অফিসের চারপাশে ফিসফিস করা শব্দগুলি শুনতে পেতেন, যা যেন তার নিজের কণ্ঠস্বরে মান্যতা লাভ করেছে- একটি কবিতা আবৃত্তির মতো। কখনও তা আয়নার অভ্যন্তর থেকে এবং কখনও হাসপাতালের পুরানো ওয়ার্ডের পথে বিচরণ করত। এই কথাগুলোর মধ্যে একটি সুর ক্রমেই জোরালো হতে থাকে : "ভালোবাসা ফেরে সে দুয়ার হতে, যেন অনাহুত ভিখারীর ছায়া... "

দিন বাড়ার সাথে সাথে এই অভিজ্ঞতাগুলো প্রমাণিত হতে থাকে যে, এগুলো দুটি ভিন্ন জগতের সংযোগস্থলে বিদ্যমান, যা অবিরামভাবে তার হ্যালুসিনেশন এবং প্যারানয়াকে তাড়াতে থাকে।

মধ্যরাতে একবার এমনই একটি ঘটনা ঘটে, যখন নিধী নামে এক রোগী হাসপাতালে আসে। ডাক্তার অ্যালানের মনের গভীরতা উন্মোচিত করতে বেশি সময় লাগল না; নিধীর উপস্থিতি তাকে ম্যাকবেথের মতো সংকটে ডুবিয়ে দেয় এবং চোখের কোণে এক বিষণ্ণতা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ সত্যিই পুরো অবস্থাটিকে আরও রহস্যময় করে তোলে। সে জানতে পারে- বহু বছর পূর্বে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনায় নিধী তার স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে; সেই দুর্ঘটনায়, একজন মারাও গিয়েছিল- তার বাগদত্তা, অ্যালান নকরেক।

তাহলে বর্তমানের যে অ্যালান, সে আসলে কে?

তখন সে বুঝতে পারে, প্রতিধ্বনিগুলো এবং নিধীর ফিরে আসার ঘটনা যে কাকতালীয় নয়, বরং সত্যিই সে মৃত একটি আত্মা, স্মৃতি-পেরিয়ে আসা এক ব্যক্তিত্ব, যা গড়ে উঠেছে নিধীর অপরিণত প্রেম, অনুশোচনা এবং অমীমাংসিত বাসনার দ্বারা। নিধীর মনে সে বাস করছে কেবল একটি সাইকোপ্যাথিক এন্টিটির মতো।

কিছুদিন পর, নিধীকে একটি প্রাচীন গির্জায় মোমবাতি হাতে তার প্রিয় অ্যালান এবং তার কবিতা নিয়ে চিন্তা করতে দেখা যায়। সে মোমবাতিটি জ্বালিয়ে আবেগজড়িত কণ্ঠে বলতে শুরু করে :

"এসো সখা, অন্ধকারে ঘেরা সন্ধ্যাবেলায় ঘরে প্রদীপ জ্বালাও... তুমি যেখানেই থাকো প্রিয় অ্যালান, তোমার মঙ্গল হোক।" অপরদিকে ধীরে ধীরে ডক্টর অ্যালান দিগন্তে শেষবারের মতো অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৮০৩৫
মাঝিড়া উপশাখা, বগুড়া

গন্তব্য

সাদ আল-আমিন

মৈশাদি রেল স্টেশনের শেষ মাথায় চায়ের ফ্লাস্ক হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে জারিফ। তার স্বপ্ন একটাই- একদিন বড়লোকদের গাড়ি চালাবে, চকচকে ইউনিফর্ম পরে রাস্তায় বের হবে। আর রেনু নামের মায়াবী চোখের মেয়েটা- একদিন তাকে দেখবে ভালোবাসার চোখে।

একদিন তাচ্ছিল্যের সুরে রেনু বলেছিল, "আগে নিজের শার্টটা তো ধুয়ে এসো! ভালো একজোড়া জুতো পরে এসো।" সেই থেকে জারিফের মাথায় ঘুরপাক খায়- যদি নিজের পোশাকটা একটু ভালো হতো! একটা নতুন চকচকে জামা আর একজোড়া জুতো যদি থাকত।

সেদিন স্টেশনে থামল একটা বিশেষ ট্রেন। ভিনদেশি যুদ্ধবন্দিদের নিয়ে আসা হয়েছে। জারিফ উৎসুক হয়ে কাছে গেল, চা অফার করল। একজন বন্দিকে অনুনয় করলে সে চায়ের বদলে তার জ্যাকেট দিতে রাজি হয়।

জ্যাকেটটা ছিল ফিটফাট, সোনালি বোতাম বসানো। দরদাম করে দু'কাপ চায়ের বিনিময়ে জারিফ সেটা নিয়ে নিল। গায়ে চাপাতেই নিজেকে মনে হলো সিনেমার নায়ক।

কিন্তু তাতেই মন ভরল না, তার তো ভালো প্যান্ট নেই! এবার জোরে জোরে হাঁক দিল, "চায়ের বদলে প্যান্ট! কারো চা চাই!"

এক বন্দি অন্তর্বাস রেখে চায়ের বিনিময়ে প্যান্ট ধরিয়ে দিল। জারিফ পরে নিল প্যান্ট, নিজেকে দেখে মনে হচ্ছিল- এবার রেনু তাকাবে অন্য চোখে। ভালোবাসার বাহুডোরে দু'জন আগলে থাকবে।

তবু বাকি রইল জুতো। সে আরেকবার হাঁক দিল- "জুতো চাই! জুতোর বদলে পাবেন গরম চা!"

ট্রেন ছাড়তে শুরু করল। একজন সিপাহি ভুল বুঝে চেঁচিয়ে উঠল, "এই! পালাতে চাস? গাড়িতে উঠে আয়।"

জারিফ কিছু বোঝার আগেই দুটো বুলেট তার বক্ষ ভেদ করে বেরিয়ে গেল। মাটিতে পড়ে গেল তার শরীর। কাপ ভেঙে চায়ের দাগ ছড়িয়ে গেল প্ল্যাটফর্মে। একজোড়া জুতোর আশায় যে ছেলেটা দৌড়েছিল, সে থেমে গেল চিরতরে।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯০৯৪
মেহের কালিবাড়ি উপশাখা, চাঁদপুর

স্বস্তি

ফাতেমা আক্তার

সকাল আটটা বাজে। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হচ্ছে। ঠিক তখনই কোনো এক শহরের ব্যস্ত গলির শেষ মাথায় এক পুরানো বাড়ির দোতলার ছোট্ট একটি রুমে ফোনের কর্কশ অ্যালার্মের শব্দে ঘুম ভেঙে যায় লিলির। কিছুতেই এই বৃষ্টির মধ্যে লিলির বিছানা ছাড়তে ইচ্ছা করছিল না। তবু অগত্যা তার উঠতেই হলো, কারণ অফিসে যেতে হবে। উঠেই ফ্রেশ হয়ে এক কাপ গরম চা আর জ্যাম-পাউরুটি নিয়ে লিলি জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ বৃষ্টি দেখার ব্যর্থ চেষ্টা করে লিলি রেডি হয়ে ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল অফিসের উদ্দেশ্যে। কারণ, তার জানালা দিয়ে পাশের উঁচু দালানের স্যাঁতস্যাঁতে দেয়াল ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। মেইন সড়কে গিয়ে লিলি ভিড় ঠেলে বাসে উঠে বসল জানালার পাশের সিটে। পথে যেতে যেতে বড়-ছোট উঁচু দালান, নর্দমা, মানুষের ভিড় আর যানবাহন ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। লিলি ভাবে এই শহরটি কত নিষ্প্রাণ, কোনো গাছপালা নেই। এমন

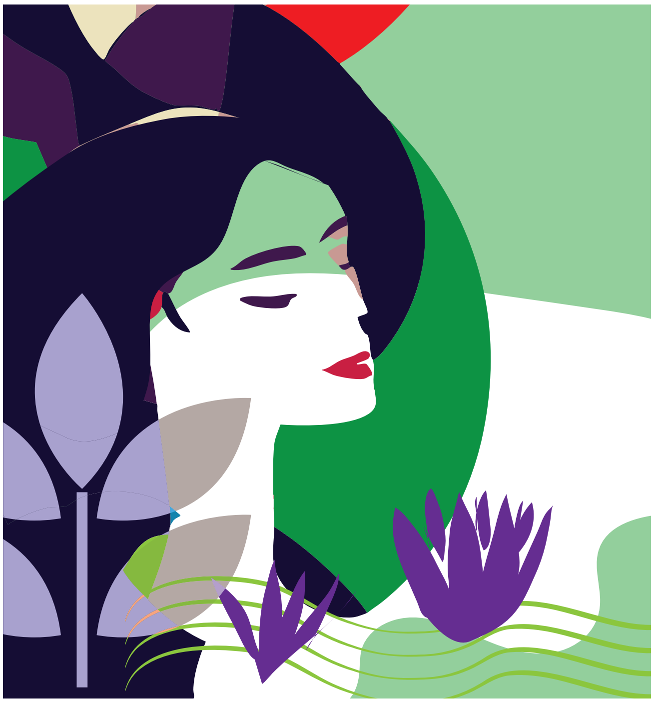

পরিবেশে থাকতে তার মোটেই ভালো লাগে না। সে গ্রামের মেয়ে। গ্রামের পুকুরে ফুটে থাকা শাপলা, সবুজ গালিচার মতো মাঠ আর অফুরন্ত আলো-বাতাস দেখেই সে বেড়ে উঠেছে। শহরের কোলাহল যানজট তার কাছে অপ্রত্যাশিত অসুখের মতো লাগে। তবে, লিলির বাসা থেকে তার অফিসের পথে যেতে সুন্দর একটা জায়গা আছে যেখানে গেলে লিলির মনটা ভালো হয়ে যায়। একটা ছোট্ট দিঘী, যেখানে বেগুনি রঙের শাপলা ফুটে থাকে, আর তার পাশেই একটি কৃষ্ণচূড়া গাছ; যার বাহুতে অজস্র লাল কৃষ্ণচূড়া জড়িয়ে আছে। লিলির ভাবনার জগতে সে ওই লেকে ছোট্ট একটি ডিঙি নৌকায় ভেসে বেড়ায়, শাপলা তোলে আর কৃষ্ণচূড়া ফুলগুলো বাতাসে উড়ে এসে পড়ে তার গায়ে। লিলির এই যান্ত্রিক জীবনে এই জায়গাটি আর সুন্দর ভাবনাটিই যেন তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

তবে আজ লিলির বাস যখন সেখানে আসলো, তার দু'চোখে যেন অন্ধকার নেমে আসলো, তার হৃদয়টা যেন ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে গেল। সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটি কেটে ফেলা হয়েছে। লেকটি বালু দিয়ে ভরাট করা হচ্ছে নতুন আরও একটি দালান তৈরির জন্য। লিলি এই দৃশ্যটি যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। তার অজান্তেই চোখের কোণ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। সেদিন অফিসের কাজেও মনোনিবেশ করতে পারল না লিলি। রাতে বাসায় ফিরে সে ভীষণ জ্বরে পড়ল। আজ দুইদিন ধরে লিলি জ্বরে ভুগছে, বিছানা থেকে উঠতে পারছে না। সকালে হঠাৎ অফিস থেকে খবর এলো তার আর অফিসে যেতে হবে না, সে চাকরিটি হারিয়েছে। খবরটি শুনে লিলির শরীর যেন আরও ভেঙে পড়ল। লিলি বাড়িতে খবর পাঠিয়েছে তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। দুপুর নাগাদ লিলির চাচা এলো তাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিতে।

ঠিক তিন মাস আগে কোনো এক নির্মম দুপুরে লিলির বাড়ির কিছুটা দূরের এক স্কুল থেকে খবর আসলো তার স্কুল শিক্ষক বাবা হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছেন। লিলিদের পরিবারে নেমে এলো শোকের ছায়া। লিলির অসুস্থ মা, ছোট ভাই আর সে যেন অকূল পাথারে পড়ে গেল। কারণ, তার পুরো পরিবারটাই যে তার বাবার উপর নির্ভরশীল ছিল। এক মাস পরে লিলি তার এক দূরসম্পর্কের চাচার ঠিক করে দেয়া এই চাকরির উদ্দেশ্যেই গ্রাম ছেড়ে শহরে আসে।

আজ প্রায় দুই মাস পরে লিলি আবার ফিরে যাচ্ছে তার সেই চিরচেনা গ্রামে। বাড়ি ফিরে তার রাতটুকু কাটল মায়ের কোলের মধ্যে পরম যত্নে আর আদরে। সে রাতেই লিলির জ্বর অর্ধেকটাই পালিয়ে গিয়েছে। সকালে পাখির কিচিরমিচিরে তার ঘুম ভাঙল। দরজা খুলে উঠোনে আসতেই সে দেখতে পেল পাশের দিঘিতে ফুটে আছে অজস্র বেগুনি রঙের শাপলা (ঠিক লিলির যেদিন জন্ম হয়েছিল সেদিনের মতো। তাইতো লিলির এক শহুরে খালা তার নাম দিয়েছিল লিলি)। শাপলা দেখে লিলির মন যেন আনন্দে দিশেহারা হয়ে গেল। সে ঝাঁপিয়ে পড়ল দিঘির জলে শাপলা তুলতে। সেদিন বিকেলেই লিলির চাচা খবর নিয়ে এলো তার বাবার স্কুলেই তার চাকরির বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছে। সে রাতে লিলির পরিবার ঘুমাল এক পরম স্বস্তি নিয়ে!

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯০৯৮
বাটাজোড় বাজার-বরিশাল উপশাখা, বরিশাল

ঘাস ও মেঘ

শারমিন আক্তার (চাঁদ)

মৃত্তিকা ও অন্তরীক্ষ এ দু'য়ের অভ্যন্তরে যার বাস, তার পরিচয় প্রভঞ্জন।

সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার এটাই, আকাশে মেঘপুঞ্জ দেখে কোমল ঘাসের ডগা বাতাসের স্পর্শে উচ্ছ্বাস ও উল্লাসে মেতে ওঠে।

- কিন্তু নীলিমা হতে মেঘপুঞ্জ কি জানতে পারে সে ঘাস ও তার উল্লাসের কথা?

- বায়ুর স্পর্শে এলোমেলো পাতার সংগীতের মনোমুগ্ধকর মধুময় গুঞ্জন?

- পুষ্প সৌরভ তো আকাশে পৌঁছায় না।

কারণ, এখানে নব-প্রেমজয়মুকুট ওদের হৃদয় পথে বিস্তার, বহুদূরে থেকেও ভালোবাসা যায়, টান অনুভব করা যায়- এটা তারই প্রমাণ।

সূর্যাস্তের প্রারম্ভেই আলোকপিয়াসী দূর্বালতায় সন্ধ্যাপ্রদীপের ন্যায় জ্যোৎস্নালোক পরশ বুলিয়ে যায়।

ঘাসের ডগায় আবার কখনও জমা হয় মুক্তার ন্যায় আদ্র শিশিরবিন্দু।

এটা-ই! চিরন্তন সত্য! পুষ্পাঞ্জলির অগ্রাধিকার থাকে মানবকূলের ষোলোআনা, কিন্তু মেঘ ফেরে শূন্য হাতে।

- তবুও সে ঈর্ষান্বিত, তন্দ্রাভিভূত হয় না।

তবে প্রকৃতি তাকে একটি সুযোগ দিয়েছে মেঘ থেকে বৃষ্টিতে রূপ নেয়ার।

- সে বৃষ্টি হয়ে ছন্দে-ছন্দে ভূলোকে মহীরুহে অন্তরঙ্গ হয়।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯৪১৬
গ্রীন রোড উপশাখা, ঢাকা

মোহ

আল-আমীন আলিফ

বছর খানেক আগের কথা, নিলীমা তখন মাধ্যমিকের পরীক্ষা দেবে। হঠাৎই একদিন খবর এলো তার বাবা খুব অসুস্থ। তার বাবা আবার চাকুরি-সূত্রে থাকেন বেনাপোল। এদিকে এই সংবাদ পেয়ে কেমন যেন থমকে গেল সে, দুই ভাইবোনের মধ্যে বাবার সে যে খুব আদুরে। বেশ মন খারাপ করে চলে গেল উপর ঘরে, মেঘলা দিন বর্ষায় টিপ টিপ সারাদিনই যেন বেজেই চলেছে এক ফোঁটা দু'ফোঁটা করে। ঘরের একটা কোণে রাখা একটি রেডিও। বেশ খানিক যে পুরোনো, সেটা দেখেই বোঝা যাবে। এই জিনিসটা দেখে তার মনে পড়ে গেল পুরোনো দিনের কথা, কীভাবে বাবা তাকে নিয়ে বসে দুপুরের ভোজনের পর রেডিও ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শোনাতেন কতই না গান, কতই না বাহারি সংবাদ। স্মৃতির মিনারে একেক বার করে যেন ভেসে আসছে দিনগুলো। সে বার নিলীমা বেশ করে পরীক্ষা দিয়ে সারলো। আজ প্রায় বছর আটেক পর এই সেই নীলিমা যার চোখেমুখে এখন এক ক্লান্তির ছাপ বটে। রোজ বিকেলে চাকুরি শেষে মলিন মুখ নিয়ে ঘরে প্রবেশ করেই ছুটে চলে যায় বাবার রেডিওটার কাছে। ইদানিং আবার বেশ ভালো ভালো অনুষ্ঠান সম্প্রচার হয়, তাই তার মনটা টানে সেদিকে ভালোই। ঘরের কোণে জানালার দিকে মুখ করে অপলক ভঙ্গিমায় একালের সাথে সেকালের মিল সন্ধানে থাকে সে। এইটাই যেন তার সারাদিনের ক্লান্তি দূর করার এক অনন্য পন্থা। সময় কীভাবে চলে যায় তাই না, এই তো সেই দিনের কথা হাসিখুশি মেয়েটা এবাড়ি ওবাড়ি করে ঘুরে বেড়াত, জীবনের একটা মাত্রই তার লক্ষ্য ছিল; নিজের আনন্দ আর খুশি। আর আজ নিজের কাঁধে নিয়েছে সমস্ত দায়িত্ব। এইতো মায়ের ওষুধের চিন্তা থেকে শুরু করে ভাইটার পড়ালেখার সকল কিছুর দায়িত্ব আজ তার। সাহসী মেয়ে বটে, নিজের উপর তার প্রবল আত্মবিশ্বাস। এখন তার সবই আছে, শুধু সেই আগের মতো নিজের জন্য খানিক সময়টাই যে নেই। দমকা হাওয়া বইল, এলোমেলো চুলগুলো বাতাসে উড়ছে ঠিক তার ভবিষ্যতের মতোই। খানিক পরপর রেডিওতে গান বদলাচ্ছে আর নিলীমা তার অতীতের স্মৃতিতে মশগুল। সংগ্রামী নারীরা বোধ হয় এমনই হয়, তাই না? এদিকে রেডিওতে তার বাবার পছন্দের গান বেজে উঠলে চমকে যায় নীলিমা। কারণ, আজ বাবার রেডিওখানা আছে, আছে বাবার পছন্দের গানটাও। কিন্তু, সেই যে বাবা গেলেন; তিনি তো আর ফিরলেন না।

আইডি : ০০৯৯০৫
মুক্তাগাছা উপশাখা, ময়মনসিংহ

'উৎসব'

তানভীর হাসান শাওন

পরিবার একটা বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান- এ কথাটা যেমন সত্যি বলে জেনেছি তেমনই এটাও মানি যে, পরিবার একটা অবিরত উৎসবের নাম। আমার মতো লোয়ার মিডল ক্লাসের লোকেদের সংকটে মোড়ানো জীবনে 'উৎসব' শব্দটা ঠিক পুস্তকী অর্থ কায়েম করে না। উৎসব আমাদের জীবনে একটা ভিন্ন অর্থে শুদ্ধ হওয়া আচার।

আমাদের জীবনে উৎসব ঠিক কার্নিভ্যাল নয়; বরং একটুখানি আশাবাদ, খানিক স্বস্তি। উৎসব এখানে জাঁকজমক কিছু নয়, বরং একটা আশ্বাস।

মনে আছে, বাবা বেঁচে থাকাকালীন যখন গোটা পরিবার মিলে একসঙ্গে ভাত খেতাম আমরা; মা হয়তো ভাত বেড়ে দিত সবার পাতে, বাকিরা সবাই খেতাম। আমার শৈশব আর কৈশোরে এটাই ছিল প্রথম উৎসব। মাঝখানে বাবা গেল মরে। ফলে উৎসবটা স্থায়ী হলো না। কিন্তু এখন পরিণত বয়সের বোঝাপড়ায় বেশ বুঝতে পারি, ওটা ছিল নিখাদ এক উৎসব।

এখন হয়তো ছুটিতে বাড়ি গেলে মা ভাত এগিয়ে দেন, একা একাই খাই। মা-ও নিয়মিত মন খারাপ সঙ্গী করে আমায় ভাত খেতে সঙ্গ দিতে পারেন না। তবু আমি জানি, এরকম এক উৎসবহীন পরিবেশও আগামী দিনে এক মহা উৎসব হয়ে দাঁড়াবে, আমার চেতনাজুড়ে, যখন মা কিংবা আমি নিজেই আর থাকব না; একসঙ্গে, একই পৃথিবীর চরাচরে!

এমপ্লয়ি আইডি : ০১০৪২২
নবীনগর উপশাখা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

IFIC
Bill Payments
Mobile Top UP
MFS
Fund Transfer
Credit Card Payment
NAME SURNAME
+801000000000
আমার কার্ড
VISA
DEBIT
IFIC
৳ 24,250.00
....7835
SALARY ACCOUNT
ACCOUNT
সহজে, সবখানে
হাতের মুঠোয়
আইএফআইসি
আমার ব্যাংক
SCAN QR CODE
TO DOWNLOAD
THE APP
বিস্তারিত : ১৬২৫৫ ০৯৬৬৬৭ ১৬২৫৫

ভ্রমণকথা

আমার নেপাল ভ্রমণ

সোনিয়া সাঈদ শান্তা

নেপাল শুনলেই মনে পড়ে পাহাড়-পর্বতের গল্প। পাহাড় আমার প্রিয়। বাবা-মায়ের সঙ্গে ১০ দিনের নেপাল ভ্রমণ যেন স্বপ্নপূরণ হয়ে উঠেছিল। আমাদের যাত্রা শুরু কাঠমান্ডু দিয়ে। প্রথম দিনেই ঘুরে দেখলাম রাস্তাঘাট ও দোকানপাট। তবে আমার প্রথম আগ্রহ ছিল পোখারায়। পরদিন পোখারার উদ্দেশ্যে রওনা দিতে গিয়ে জানলাম, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কারণে যান চলাচল বন্ধ! শেষমেশ ট্যাক্সি নিয়ে পাহাড়ি পথ পেরিয়ে অন্নপূর্ণা দেখতে দেখতে ১০ ঘণ্টায় পৌঁছালাম পোখারায়।

পরদিন খুব সকালে গেলাম সারাংকোটে সূর্যোদয় দেখতে। এরপর প্যারাগ্লাইডিং করতে উঠলাম পাহাড়ের চূড়ায়। আকাশে ভেসে মনে হচ্ছিল আমি যেন সত্যিই একটি পাখি! এরপর কয়েকদিন পোখারায় ঘুরলাম : মহেন্দ্র গুহা, ডেভিস ফল, ওয়ার্ল্ড পিস প্যাগোডা ও গুপতেশ্বর গুহাসহ অনেক কিছু। বিকেলে নৌকায় চড়ে ফেওয়া লেকের নিস্তব্ধতা উপভোগ করলাম।

ফেওয়া লেক

পরদিন রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ছিল কুশমার 'দ্য ক্লিফ, নেপাল'-এ। সেখানে করলাম পৃথিবীর উচ্চতম সুইং জাম্প, দ্বিতীয় উচ্চতম বাঞ্জি জাম্প (২২৮ মিটার!), স্কাই সাইক্লিং, স্কাই গ্লাইডিং, জায়ান্ট পিং। এই ছয়টি অ্যাডভেঞ্চার রাইড যেন আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন বাস্তব করল।

পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম বাঞ্জি জাম্প

পৃথিবীর উচ্চতম সুইং জাম্প

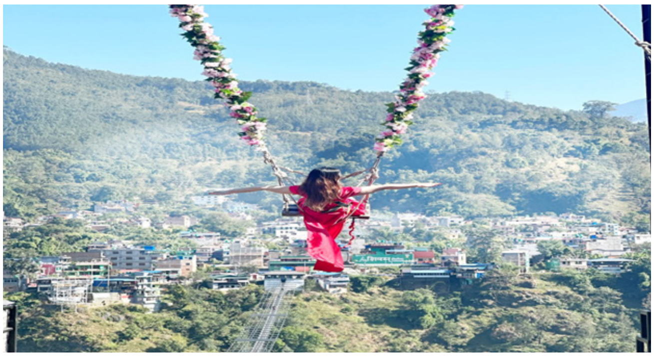

জায়ান্ট পিং

এরপর গেলাম চিতওয়ান। প্রথমে ঘুরলাম ন্যাশনাল পার্ক, হাতি ও কুমির প্রজনন কেন্দ্র। বিকেলে থারু নৃত্য উপভোগ করলাম। পরদিন সকালে জঙ্গল সাফারিতে দেখা পেলাম বন্যপ্রাণী ও রঙিন কাশফুলে ভরা জঙ্গল। বিকেলে নদীতে ক্যানোইং করলাম।

রঙিন কাশফুলে ভরা জঙ্গল

আমাদের জঙ্গল সাফারিতে গাড়ির সামনে হাতি

থারু নৃত্য

পরে ফিরলাম কাঠমান্ডুতে। সেখান থেকে চন্দ্রগিরি হিলসে গিয়ে ক্যাবল কারে চড়লাম। ওয়াচ টাউয়ার থেকে হিমালয়সহ আরও পর্বত দেখলাম। পরদিন গেলাম নাগরকোটে সূর্যোদয় দেখতে। তারপর অনেক কিছু ঘুরে দেখলাম। এর মধ্যে ভক্তপুর আর দরবার স্কয়ার অন্যতম। ১০টি দিন চোখের পলকে কেটে গেল। ফেরা হলো দেশে, কিন্তু হৃদয়ে রয়ে গেল নেপালের অপার সৌন্দর্য আর শত স্মৃতি।

এমপ্লয়ি আইডি : ৪৬৫৫
এসএমই অ্যান্ড রিটেইল প্রোডাক্টস ডিভিশন

সাগরের অতলে দিলাম ডুব

জয়ন্ত দাস

বাকেট লিস্ট বা টু ডু লিস্ট-এর আরও একটি অ্যাক্টিভিটি ছিল ডিপ সি ডাইভিং। জীবনে একবার হলেও ডুব দেবো সাগরের অতলে। আর সেই উদ্দেশ্যে নিয়েই রওনা দিলাম মালদ্বীপের উদ্দেশ্যে। এত ছোটো একটা দেশ, কিন্তু কত সুন্দর করে গোছানো। বিমান অবতরণের আগে পাখির চোখে দেখলে মনে হয় বিশাল নীল এক ক্যানভাসে ছোপ ছোপ সবুজ ছড়িয়ে রেখেছে কেউ, খুব যত্নে।

সকাল ১০ টার দিকে ফ্লাইট ল্যান্ড করল হুলহু মালে'তে। সেখান থেকে শিপে করে চলে গেলাম মাফুসি আইল্যান্ডে। ওখানে বিভিন্ন এজেন্সি থাকে, যারা নানারকম ট্যুর প্যাকেজ অফার করে থাকে। আমি বেরিয়ে পড়লাম আমার ডিপ সি ডাইভিংয়ের খোঁজে। একটা প্যাকেজ বুক করলাম ৮৫ ডলার দিয়ে। পরের দিন ভোর ৭ টায় রেডি থাকতে বলল। ট্রেনিং শেষে আমরা রওনা হবো ডুব দেয়ার উদ্দেশ্যে।

রাতভর এক্সাইটমেন্ট আর ভয়ের মিশেলে ঘুম উধাও। সাঁতার না জানা আমি সাগরে নামব, বাঁচব কি না কে জানে! এসব ভাবতে ভাবতে ভয় আর ক্লান্তিতে একাকার অবস্থা। চোখ বন্ধ হয়ে এলো। সকালবেলা ঘুম ভেঙে রীতিমতো দৌড় লাগালাম। ট্রেনিং হলো। আমাদেরকে অক্সিজেন সিলিন্ডার ক্যারি করা শেখানো হলো, গগলসে পানি ঢুকে গেলে কীভাবে তা বের করতে হবে শেখানো হলো, পানির নিচে কীভাবে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতে হবে সেসবও শেখানো হলো। এবার আমরা রওনা দেবো।

আমাদের স্পিড বোট ঝড়ের বেগে ছুটে চলল সাগরের মাঝখান দিয়ে। ডাইভিংয়ের জন্য নির্ধারিত স্থানে এসে থামল। সবাইকে

ডাইভিং স্যুট পরতে বলা হলো। পিঠে প্রায় ১৫ কেজি ওজনের একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার ঝুলিয়ে দেয়া হলো। হার্টবিট অস্বাভাবিক রকমের বেড়ে গেল। কী করব, কীভাবে করব; কিছুই কুলাচ্ছিল না মাথায়। কিন্তু ব্যাক অব দ্য মাইন্ড একটা অদম্য ইচ্ছা কাজ করছিল যে, এতদূর এসে নিশ্চয়ই ফিরে যাব না। আমাদের সাথের দু'জন রেজিস্ট্রেশান করেও ডাইভ দেয়নি ভয়ে!

ইন্সট্রাক্টর সাহস দিলো, নেমে গেলাম পানিতে। খুব বেশি গভীরে যেতে দেয়নি আমাদের। ১৬ মিটার অর্থাৎ প্রায় ৫০ ফিটের মতো গভীরে গিয়েছিলাম। বিস্ময় আর মুগ্ধতায় চোখ, মন জুড়িয়ে গেছে। মনে হচ্ছে এ যেন এক নতুন জগৎ। ২০ মিনিটের ডাইভ শেষে যখন উপরে ভেসে উঠি, তখন অনুভব হচ্ছিল এক অদ্ভুত নীরবতা। সমগ্র পৃথিবী যেন স্তব্ধ মনে হচ্ছিল নিমিষেই। এই সুন্দর পৃথিবীতে প্রতিটা নিঃশ্বাস যে কতটা দামি সে উপলব্ধি হওয়ার জন্য হলেও একবার ঘুরে আসা প্রয়োজন সাগরের অতল গভীরে।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৬৭৪৯
সিলেট স্টেশন রোড উপশাখা, সিলেট

মেঘের দেশে মেঘমালা

মাসুম আলী গাজী

সালটা ছিল ২০১০ সালের মে মাস। আমি ও আমার এক সহকর্মী পাড়ি জমালাম মেঘের রাজ্য– মেঘালয়ের পথে। জীবনের প্রথম বিদেশ ভ্রমণের উত্তেজনা আর অজানার হাতছানি আমাদের মনে রোমাঞ্চের ঝড় তুলে দিয়েছিল। সিলেটের তামাবিল সীমান্ত অতিক্রম করে ডাউকি নদী ধরে এগোতেই চোখে পড়ল সেই স্বচ্ছ নীল জলের ধারা আর দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ পাহাড়ের সারি। মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল যেন কোনো স্বপ্নের জগতে প্রবেশ করেছি। পথ যত এগোচ্ছিল, চারপাশের দৃশ্যপট যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা কোনো জ্যান্ত ক্যানভাস হয়ে উঠছিল।

পাহাড়ি পথ বেয়ে যত ওপরে উঠছিলাম, ততই ঘন হয়ে আসছিল মেঘের দল। হঠাৎ হঠাৎ মেঘ এসে ঢেকে দিচ্ছে পাহাড়, রাস্তা; আবার কখনোবা নেমে আসছে হালকা ঝিরঝিরে বৃষ্টি। সন্ধ্যার আলোয় পৌঁছালাম শিলং শহরে– পরিচ্ছন্ন, সুসংগঠিত ও শান্ত এক শহর। যেন সভ্যতা আর প্রকৃতির নিখুঁত সহাবস্থান।

পরদিন আমরা ঘুরে দেখলাম শহরের নানা দর্শনীয় স্থান– উমিয়াম লেকের শান্ত জলের ঢেউ, শিলং পিকের চূড়া থেকে দেখা মেঘে মোড়া শহরের চিত্র, পুলিশ বাজারের প্রাণচাঞ্চল্য, ওয়ার্ডস লেকের ছায়াঘেরা সৌন্দর্য আর লাইটলুম ক্যানিয়নের রহস্যময় গভীরতা। এলিফ্যান্ট ফলসের ত্রিস্তরীয় জলপ্রপাতে দাঁড়িয়ে যেন শুনতে পেলাম প্রকৃতির এক অপার্থিব সংগীত– কলকল শব্দে মিলছে পাখির ডাক, পাতার মৃদু কাঁপন, আর হৃদয়ের অনুরণন।

এরপরের দিন গেলাম শিলং ভিউ পয়েন্টে। পাহাড়ের চূড়া থেকে পুরো শহরটাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন রঙিন ছোট ছোট ঘরে গঠিত এক জীবন্ত শিল্পকর্ম। মেঘ কখনও ঢেকে দিচ্ছে শহরটিকে, আবার হঠাৎ হঠাৎ সরে গিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরছে রঙিন দৃশ্যপট– চোখ যেন স্থির করে রাখা যাচ্ছিল না।

পরবর্তী গন্তব্য ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বৃষ্টিবহুল স্থান চেরাপুঞ্জি। জীবন্ত রুট ব্রিজ দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম– গাছের শিকড় দিয়ে তৈরি সেতু, যা শত বছর ধরে বহন করছে মানুষের পদচারণা। পাহাড়ি গুহা, ঝরনা, সবুজ উপত্যকা আর নীলচে আকাশ আমাদের মনকে এমনভাবে মোহিত করল। শহরের কোলাহল থেকে বহুদূরে, মেঘালয়ের এই শান্ত প্রকৃতি, তার মেঘে ঢাকা পাহাড় আর এখানকার মানুষের আন্তরিকতা ও সরলতা, প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য হৃদয়ে অমলিন স্মৃতি হয়ে গেঁথে রইল।

বিদায়ের মুহূর্তে প্রকৃতি যেন ফিসফিস করে বলল, "আবার এসো!" আমরাও নির্দ্বিধায় প্রতিশ্রুতি দিলাম– আসবই।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০২০৫৯
শেয়ার বিভাগ

হিমালয়কন্যার কোলে এক স্বপ্নের সফর

প্রকাশ কুমার কুণ্ডু

ভ্রমণ আমার সবসময়ই ভালো লাগে। জীবনের ব্যস্ততা আর একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পাওয়ার সবচেয়ে সুন্দর উপায়ই হলো ভ্রমণ। ছোটবেলা থেকেই আমার স্বপ্ন ছিল এই পৃথিবীর নানা প্রান্ত ঘুরে দেখার। সেই স্বপ্নের একটি বিশেষ অংশ ছিল হিমালয়কন্যা নেপাল ভ্রমণ। অনেক দিনের সেই লালিত ইচ্ছে পূরণ করেছিলাম গত বছর।

নেপাল যেন এক স্বপ্নপুরীর নাম। এই দেশটির অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, শান্ত পরিবেশ আর পাহাড়-ঘেরা নৈসর্গিক দৃশ্য আমাকে মুগ্ধ করে দেয়। আমি পা রেখেছিলাম কাঠমান্ডু, নাগরকোট এবং পোখারার মাটিতে। প্রতিটি জায়গার ছিল ভিন্ন ভিন্ন রূপ, আলাদা সৌন্দর্য। আমার মূলত নেপাল ভ্রমণের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল বাঞ্জি জাম্পিং এবং প্যারাগ্লাইডিং করার স্বপ্নপূরণ। এই দুটো রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা আমি পোখারায় সম্পন্ন করি। জীবনের এই দুঃসাহসিক মুহূর্তগুলো এতটাই চমকপ্রদ ছিল যে, তা আজীবন আমার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে থাকবে।

কাঠমান্ডুর প্রাণবন্ত শহরজীবন, প্রাচীন মন্দির আর ঐতিহ্য আমাকে ইতিহাসের গহীনে নিয়ে গিয়েছিল। নাগরকোটে হিমালয়ের বরফঢাকা চূড়ার অপূর্ব সূর্যোদয় দেখে হৃদয়টা শান্তিতে ভরে উঠেছিল। আর পোখারার শান্ত ফেওয়া লেক, দুর্গম পাহাড় আর নিরিবিলি পরিবেশ- সব মিলিয়ে মনে হয়েছিল আমি যেন প্রকৃতির কোনো লুকিয়ে রাখা কোলে আশ্রয় পেয়েছি।

এই ভ্রমণ শুধু চোখে দেখা নয়, ছিল অন্তরের গভীরে উপলব্ধি করার মতো এক অনুভব। নেপাল আমার ভ্রমণ জীবনের একটি স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে থাকবে। মনে হয়, যদি পারতাম- এই পৃথিবীর প্রতিটি কোণ ঘুরে ঘুরে দেখতাম। কারণ, ভ্রমণ শুধু স্থান বদল নয়, এটা আত্মাকে জানার, আবিষ্কার করার এক অসাধারণ সুযোগ।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৭৪৮৬
নূরপুর উপশাখা, ঢাকা

সিলেট ভ্রমণের আদ্যপ্রান্ত

শহীদুল ইসলাম

ভ্রমণপিপাসুদের জন্য অবসর ঘুরে বেড়ানোর উত্তম সুযোগ এনে দেয়, যা কখনও হাতছাড়া করা যায় না। "ভ্রমণ এবং স্থান পরিবর্তন, মনে নতুন উদ্যম জোগায়" সেনেকার এই উক্তিটি আমাকে সবসময় ভ্রমণে উৎসাহিত করে। আমি ভ্রমণের জন্য এবার সিলেক্ট করেছি পূর্ণভূমি সিলেট, যেখানে আছে হজরত শাহজালাল, হজরত শাহপরাণ-এর মতো আউলিয়া ও সুফি-সাধকের সমাধি, চা-প্রেমীদের জন্য চা বাগানে ঘুরে বেড়ানোর অপার সুযোগ, পাথরের স্বর্গরাজ্য খ্যাত সীমান্তবর্তী উপজেলা ভোলাগঞ্জ সাদা পাথর, সোয়াম্প ফরেস্ট রাতারগুল, মেঘালয় সীমান্ত-ঘেঁষা প্রকৃতির কন্যা খ্যাত জাফলংসহ অসংখ্য দর্শনীয় স্থান। প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে সাজানো সিলেট ভ্রমণপিপাসু যে কাউকে আকৃষ্ট করবে।

আমার এবারের LFA ছুটি ছিল মে মাসে। ষড়ঋতুর বাংলাদেশে তখন গ্রীষ্মকাল। স্বাভাবিকভাবে তাপমাত্রা বেশি, তাই ভ্রমণের জন্য শীতল আবহাওয়ার সিলেট ছিল আমাদের প্রথম পছন্দ। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা আগে থেকে ট্রেনের টিকেট কেটে রেখেছি, এবার আমাদের যাত্রা চা বাগান আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সিলেট।

নির্ধারিত সময়ে আমরা স্টেশনে পৌঁছে ২ নং প্ল্যাটফর্মে পাহাড়িকা এক্সপ্রেসের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। ট্রেন সকাল ৯:০০ টায় চট্টগ্রাম স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার কথা থাকলেও ১ ঘণ্টা বিলম্বে স্টেশন ছাড়ে। ট্রেনে ভ্রমণ আমার কাছে নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যের মনে হয় বলেই দূরে ভ্রমণের জন্য আমি সবসময় ট্রেনকে প্রাধান্য দিই। এবারের যাত্রায় আমার সাথে আছে মা, বাবা আর সহধর্মিণী।

গ্রামের ফসলি মাঠ আর শ্রীমঙ্গলের চা বাগানের মাঝ দিয়ে সন্ধ্যায় আমাদের ট্রেন সিলেট পৌঁছায়। শ্রীমঙ্গলে পৌঁছালে মুষলধারে বৃষ্টির দেখা পেলাম। বৃষ্টির জলরাশি চা বাগানের সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। আকাশে ঘনকালো মেঘ আর বৃষ্টি চা বাগানগুলোকে নতুন রূপ দিয়েছে।

স্টেশন থেকে নেমে আমরা হিলটাউন হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। হোটেলের নির্ধারিত রুমে উঠে ফ্রেশ হয়ে নাস্তা করার জন্য সিলেটের বহুল প্রচারিত পাঁচ ভাই রেস্টুরেন্টে গেলাম। এখন আমাদের সিলেট ঘুরে দেখার পালা।

হজরত শাহজালাল ইয়ামেনী (রহ.)'র মাজার জিয়ারত : দিনটি ছিল ১৮ মে, হজরত শাহজালাল ইয়ামেনী (রঃ)'র ৭০৬তম ওরস। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্ত ও আশেকবৃন্দ এসেছে সুফি-সাধক হজরত শাহজালাল ইয়ামেনী (রঃ)'র মাজার জিয়ারত ও ওরসে অংশ নিতে। পুরো মাজার প্রাঙ্গণ ভক্ত ও আশেকদের মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে। এশার নামাজ ও মাজার জিয়ারত শেষে আমরা গেলাম হজরত শাহপরাণ (রহ.)-এর মাজার জিয়ারতে। বৃষ্টিভেজা, পরিচ্ছন্ন আর যানজটমুক্ত সিলেট নগরী আমাদের আকৃষ্ট করেছে। সিলেটের এমন দৃশ্য দেখে চট্টগ্রাম শহরের জন্য আফসোস হতে লাগল! প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর চট্টগ্রাম নগরী এর চেয়ে আরও বেশি সুন্দর হতে পারত যদি নগরপিতাদের আন্তরিক দৃষ্টি থাকত!

হজরত শাহপরাণ (রহ.)-এর মাজার জিয়ারত : রাত তখন ৯ টা আশেক ও দর্শনার্থীদের উপস্থিতি কম থাকলেও একেবারে লোকশূন্য ছিল না মাজার প্রাঙ্গণ। বটগাছটার নিচে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ আশেপাশের পরিবেশ দেখলাম। বৃষ্টিস্নাত বটগাছ থেকে কয়েক ফোঁটা জল গায়ে পড়তেই দীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তি ভুলে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল গ্রীষ্মের মধ্যে এ যেন স্রষ্টার এক আশীর্বাদ। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে দেখতে পেলাম টিলার উপর এক মাজার, যেখানে শায়িত আছেন ভারতবর্ষের আরেক বিখ্যাত সুফি-সাধক ও দরবেশ হজরত শাহপরাণ (রহ.), যিনি ছিলেন হজরত শাহজালাল ইয়ামেনী (রহ.)'র ভাগনে। মাজারের কাছে গিয়ে পরম শ্রদ্ধায় জিয়ারত শেষ করলাম। মাজার প্রাঙ্গণে লেখা ছিল 'মাজারে সিজদা দেওয়া হারাম' এই ধরনের সচেতনতামূলক লেখা দেখে ভালো লাগল, যা ভক্তদের শিরক থেকে বিরত রাখবে। জিয়ারত শেষে রওনা হলাম হোটেলের উদ্দেশ্যে। রাতের খাবার শেষে আমরা ঠিক করলাম পরের দিনের ভ্রমণসূচি। ২য় দিনে আমরা যাব রাতারগুল সোয়াম্প ফরেস্ট এবং ভোলাগঞ্জ সাদা পাথর। শহর থেকে দূরত্ব বেশি হওয়ায় আর কোথাও যাওয়ার প্ল্যান করিনি।

রাতারগুল সোয়াম্প ফরেস্ট : সকাল ১০ টার মধ্যে আমরা রাতারগুল গিয়ে পৌঁছালাম। আকাশে ঘনকালো মেঘ আর গুড়িগুড়ি বৃষ্টি রাতারগুলের সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে, কিন্তু গ্রীষ্মকাল হওয়ায় রাতারগুলের জলাবনে পানির পরিমাণ তুলনামূলক কম ছিল। ঘাট থেকে ডিঙ্গি নৌকা ভাড়া করে জলাবনের উদ্ভিদবৈচিত্র্য দেখতে লাগলাম, যা আমাদের সবাইকে দারুণ আকৃষ্ট করছিল। নৌকা চালাতে চালাতে মাঝি সিলেটের আঞ্চলিক গান গাইতে লাগল, যা আমাদের আনন্দকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। রাতারগুলে আমরা বেত, হিজল, কদম, করচের মতো জলসহিষ্ণু উদ্ভিদ দেখতে পেলাম। জলাবনের ভিতর দিয়ে নৌকা চলতে লাগল আর মাঝির সাথে কথা হচ্ছিল তাদের জীবিকা আর জীবনযাত্রা নিয়ে, স্বল্প চাহিদা আর সাধারণ জীবনধারণের কথা শুনে আশ্চর্য হলাম। আমাদের মতো অসংখ্য ভ্রমণপিপাসু রাতারগুল জলাবনের প্রকৃতির রূপসুধা উপভোগ আর ক্যামেরাবন্দি করছিল।

পাথরের স্বর্গরাজ্য খ্যাত সীমান্তবর্তী উপজেলা ভোলাগঞ্জ সাদা পাথর : দুপুর ২ টা পার হয়েছে, আমরা সাদা পাথরে গিয়ে পৌঁছালাম। সেখানে একটি রেস্তোরাঁয় দুপুরের খাবার খেয়ে বোটে করে ধলাই নদী পার হয়ে সাদা পাথর দেখতে গেলাম। একপাশে মেঘালয়ের পাহাড় আর অন্য পাশে পাথুরে নদী। পাহাড় বেয়ে নেমে আসা ঝরনার স্বচ্ছ নীল জল যখন পাথর বিছানো নদীর উপর দিয়ে বয়ে যায়, তখন শীতল জলের স্পর্শে আমাদের প্রাণ জুড়িয়ে যায়। সারা দেশ থেকে আসা প্রকৃতিপ্রেমী অসংখ্য পর্যটককে মুখরিত ছিল পাহাড়ের কুল ঘেঁষে জেগে ওঠা অপরূপ সৌন্দর্যের ক্যানভাস পাথরের স্বর্গরাজ্য খ্যাত সাদা

পাথর। প্রকৃতিপ্রেমীরা পাথরের উপর বয়ে চলা নীল জল নিয়ে খেলছে আর কেউবা প্রকৃতির সাথে ক্যামেরাবন্দি হচ্ছে।

ভ্রমণপিপাসু প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য সিলেট সত্যি স্বর্গরাজ্য, যা সবাইকে বারবার কাছে টানবে।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৬১৯৪
চাপরাশির হাট উপশাখা, নোয়াখালী

ফটোগ্রাফি

শৈশব

জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৬৬৬১
শান্তিরহাট উপশাখা, চট্টগ্রাম

ফিরে দেখা রঙিন শৈশব

সাকির উস সালেহীন
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৭১০৫
শিকারপুর উপশাখা, বরিশাল

নীরব নদীর বুকে জীবনের স্রোত
নৌকায় ভেসে চলছে গ্রামের শান্ত সকাল

মো. নাজমুস সাকিব
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৫১২২
বরগুনা শাখা, বরগুনা

বৃষ্টির পর সবুজের আলিঙ্গনে মগ্ন নিসর্গ-
প্রকৃতির এক অপূর্ব শিল্পকর্ম

সাকিব উস সালেহীন
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৭১০৫
শিকারপুর উপশাখা, বরিশাল

"গোধূলির সময়টা যেন এক কবিতা,
যার প্রতিটা শব্দ প্রেম,
প্রতিটা ছন্দ অভিমান।"

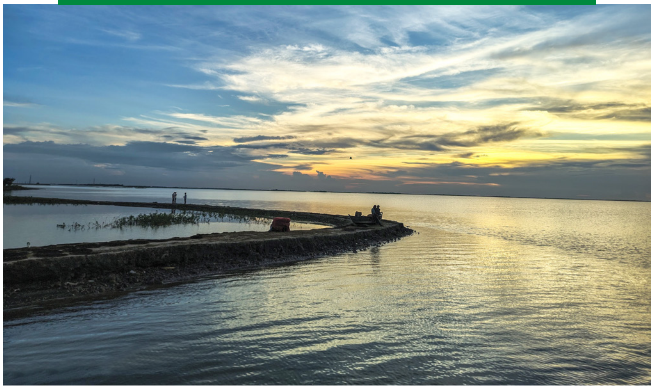

পুলক ঘোষ
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৭৮০০
কুরপাড় উপশাখা, নেত্রকোণা

"ডোবা সূর্যের মাঝেও একরাশ আলো থাকে-
যারা মন দিয়ে দেখে, তারাই বোঝে-
শেষ মানে সবসময় বিদায় নয়।"

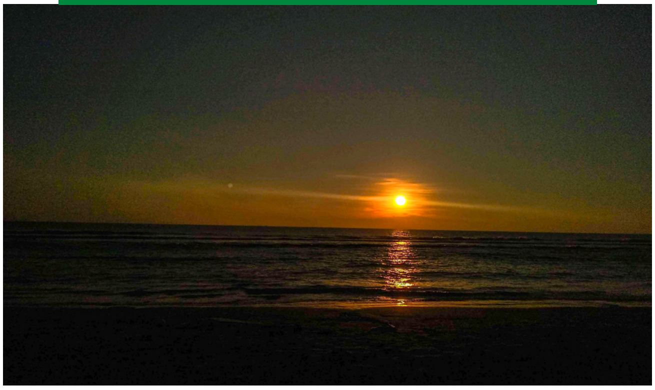

মায়েশা সিদ্দিকা দোলন
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৬৪৯৬
খন্দকার বাড়ি মোড় উপশাখা, ঢাকা

"সূর্যমুখীর বনে সবুজ অতিথি,
প্রকৃতির রঙে আঁকা এক শান্ত মুহূর্ত!"

সব্যসাচী দাশ
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৮৯২০
প্রিন্সিপাল শাখা, ঢাকা

কুয়াকাটা

সৈয়দা মাহাবুবা শারমিন কলি
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৪৫৬৬
পাঁচ্চর শাখা, মাদারীপুর

ইভেন্টস্

আইএফআইসি ইকোসলভ : দেশজুড়ে তরুণদের নেতৃত্বে টেকসই পরিবেশ গঠনের এক অনন্য যাত্রা

পরিবেশ রক্ষায় তরুণদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি ২০২৫ সালের ১৬ জানুয়ারি 'আইএফআইসি ইকোসলভ' শীর্ষক এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ হাতে নেয়।

'পরিবেশ আপনার, দায়িত্ব আপনার'- এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দেশব্যাপী আয়োজন করা হয় একটি পরিবেশভিত্তিক রচনা প্রতিযোগিতার, যেখানে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। এই প্রতিযোগিতায় তারা তাদের নিজ নিজ এলাকার পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত সমস্যা এবং এসবের বাস্তবসম্মত ও কার্যকর সমাধান তুলে ধরে।

উদ্যোগটিকে ফলপ্রসূ করে তোলার উদ্দেশ্যে আইএফআইসি ব্যাংক অংশ নেয় নটর ডেম কলেজ আয়োজিত ১৫তম ন্যাশনাল ন্যাচার সামিটে, এখানে দেশের নানা প্রান্ত থেকে পরিবেশ সচেতন শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। পাশাপাশি, সোশ্যাল মিডিয়া পরিচালিত সক্রিয় ক্যাম্পেইন ও আইএফআইসি ব্যাংকের শাখা ও উপশাখাগুলোর নিরলস সহযোগিতা এই আয়োজনকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়।

এই সম্মিলিত ও সর্বস্তরের সহযোগিতার ফলে দেশের ৭৫৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ৩,০৭৯টি রচনা জমা পড়ে। এইসব লেখায় তরুণদের সৃজনশীলতা, সচেতনতা ও নাগরিক দায়িত্ববোধের নিদর্শন ফুটে ওঠে। প্রতিটি রচনাতেই প্রতিফলিত হয় স্থানীয় সমস্যার বাস্তবতা এবং টেকসই সমাধান খোঁজার এক আন্তরিক প্রয়াস।

বিচারক প্যানেলে ছিলেন দেশের খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ ও বিশেষজ্ঞরা, যেমন : নটর ডেম কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (সাস্ট), ব্র্যাক বিজনেস স্কুল এবং ওয়াটারএইডের আঞ্চলিক পরিচালক, যাঁরা অত্যন্ত যত্ন ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে রচনাগুলো মূল্যায়ন করেন।

২০২৫ সালের ২৬ এপ্রিল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইএফআইসি ব্যাংকের সম্মানিত চেয়ারম্যান, বোর্ড সদস্যবৃন্দ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সিনিয়র কর্মকর্তাবৃন্দ ও বিচারকমণ্ডলী। প্রতিটি বিভাগ থেকে সেরা তিনজন করে মোট ৯ জন প্রধান বিজয়ী ও প্রতি বিভাগ থেকে ১ জন করে মোট ৩ জন সম্মানসূচক স্বীকৃতিপ্রাপ্তসহ মোট ১২ জনকে ক্রেস্ট, সনদপত্র ও নগদ অর্থ পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বিজয়ীরা তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠানটিকে উৎসবমুখর করে তোলে ।

আইএফআইসি ইকোসলভ শুধু একটি প্রতিযোগিতা নয়, বরং একটি সামাজিক জাগরণ- যা দেশের তরুণ প্রজন্মকে পরিবেশ সংরক্ষণে আরও দায়িত্বশীল, সচেতন ও অংশগ্রহণমূলক করে তুলেছে এবং একটি টেকসই ও পরিবেশবান্ধব বাংলাদেশ গড়ার পথকে আরও সুসংহত করবে।

দেশব্যাপী বিভিন্ন বিজনেস কনফারেন্স/মিট-এ আইএফআইসি ব্যাংক

বরিশালে আইএফআইসি ব্যাংক লার্জেস্ট ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক বিজনেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

বরিশাল জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে গত ১৭ জানুয়ারি ২০২৫ দিনব্যাপী 'লার্জেস্ট ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক বিজনেস কনফারেন্স' শীর্ষক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাংকের চেয়ারম্যান জনাব মো. মেহমুদ হোসেন, পরিচালক জনাব এবতাদুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মনসুর মোস্তফা-সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের উপস্থিতিতে বরিশাল এবং ফরিদপুর জোনের ১৬টি শাখা এবং ৯৬টি উপশাখার সাড়ে তিন শতাধিক কর্মীরা দিনব্যাপী আয়োজিত এই কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন।

খুলনায় আইএফআইসি ব্যাংক লার্জেস্ট ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক বিজনেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

খুলনা জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে গত ২৪ জানুয়ারি ২০২৫ দিনব্যাপী 'লার্জেস্ট ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক বিজনেস কনফারেন্স' শীর্ষক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। আইএফআইসি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য জনাব এবতাদুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মনসুর মোস্তফা, ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, হেড অব অপারেশন্স জনাব হেলাল আহমেদ, চিফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার জনাব দিলীপ কুমার মণ্ডল-সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের উপস্থিতিতে বৃহত্তর খুলনা জোনের ১৫টি শাখা এবং ১১৮টি উপশাখার প্রায় তিন শতাধিক কর্মীরা দিনব্যাপী আয়োজিত এ বিজনেস কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন।

আইএফআইসি ব্যাংকের বার্ষিক ব্যাবসায়িক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি'র বার্ষিক ব্যাবসায়িক সম্মেলন-২০২৫ গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ আইএফআইসি টাওয়ারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের মাননীয় চেয়ারম্যান মো. মেহমুদ হোসেন। সম্মেলনে পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব এবতাদুল ইসলাম, জনাব কাজী মোঃ মাহবুব কাশেম এফসিএ। উক্ত সম্মেলনে ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ, ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগের প্রধানগণ এবং সারা দেশব্যাপী সকল শাখার ব্যবস্থাপকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

চট্টগ্রামে আইএফআইসি ব্যাংকের 'ম্যানেজার্স মিট' অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে স্থানীয় একটি মিলনায়তনে ১৯ মে ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে 'ম্যানেজার্স মিট' শীর্ষক ব্যাবসায়িক সভা। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মো. মেহমুদ হোসেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফা।

সিলেটে আইএফআইসি ব্যাংকের 'ম্যানেজার্স মিট' অনুষ্ঠিত

সিলেট শহরের স্থানীয় একটি মিলনায়তনে গত ২২ জুন ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'ম্যানেজার্স মিট' শীর্ষক ব্যাবসায়িক সভা। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মো. মেহমুদ হোসেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফা।

ফরাজী হাসপাতালে বিশেষ ছাড়ে চিকিৎসা সেবা পাবেন আইএফআইসি ব্যাংকের গ্রাহক ও কর্মীরা

আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ফরাজী হাসপাতাল লিমিটেড-এর মধ্যে একটি বিশেষ সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত ১৬ এপ্রিল ২০২৫ রাজধানীর পুরানা পল্টনস্থ আইএফআইসি টাওয়ার-এ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির আওতায় আইএফআইসি ব্যাংকের সম্মানিত গ্রাহক এবং কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা ফরাজী হাসপাতাল থেকে বিশেষ ছাড়ে বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ-এর সঙ্গে পে-রোল ব্যাংকিং চুক্তি

আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি এবং ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এর মধ্যে পে-রোল ব্যাংকিং বিষয়ক একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত ২৯ এপ্রিল ২০২৫ রাজধানীর রাজউক অ্যাভিনিউতে অবস্থিত বিডিবিএল ভবনের আইসিবি সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির আওতায় আইসিবি'র কর্মীগণ ব্যাংকের পে-রোল একাউন্টের সকল সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।

ইডব্লিউ ভিলা মেডিকা'র সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর

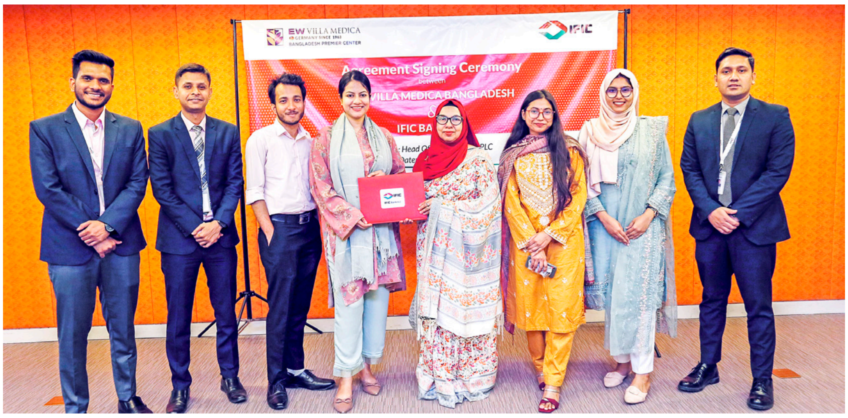

আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি সম্প্রতি বিশ্ববিখ্যাত পুনর্জনন ও স্টেম সেল-ভিত্তিক চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ইডব্লিউ ভিলা মেডিকা'র সঙ্গে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে, 'আইএফআইসি আমার কার্ড' হোল্ডাররা ইডব্লিউ ভিলা মেডিকা বাংলাদেশের সব শাখায় প্রদানকৃত সকল সেবায় ২৫% ছাড় উপভোগ করতে পারবেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানটি ৪ মে ২০২৫ আইএফআইসি টাওয়ার-এ অনুষ্ঠিত হয়।

নারী ফুটবলারদের এগিয়ে নিতে কলসিন্দুর ফুটবল একাডেমির সঙ্গে আইএফআইসি ব্যাংকের চুক্তি স্বাক্ষর

আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি এবং ময়মনসিংহে অবস্থিত কলসিন্দুর ফুটবল একাডেমির মধ্যে একটি বিশেষ সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত ১৮ জুন আইএফআইসি ব্যাংকের ময়মনসিংহ শাখায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে আইএফআইসি ব্যাংকের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও হেড অব ব্রাঞ্চ বিজনেস জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম। একাডেমির পক্ষে স্বাক্ষর করেন সভাপতি শ্রীমতি মালা রাণী সরকার এবং সাধারণ সম্পাদক ও কোচ জনাব জুয়েল মিয়া। দেশের নারী ক্রীড়ার জগতে এই একাডেমি এক অনুপ্রেরণার নাম, কলসিন্দুর গ্রাম থেকেই বাংলাদেশ নারী জাতীয় ফুটবল দলে এসেছে ৯ জন খেলোয়াড়। এমনকি, ২০২৪ সালের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপেও ৬ জন খেলোয়াড় প্রতিনিধিত্ব করেছেন এই একাডেমি থেকে।

দেশব্যাপী বিভিন্ন উন্নয়ন ও সেবামূলক কার্যক্রমের সঙ্গে আইএফআইসি ব্যাংক

দেশব্যাপী শীতার্তদের মাঝে আইএফআইসি ব্যাংকের কম্বল বিতরণ কর্মসূচি

সুবিধাবঞ্চিত শীতার্ত জনগোষ্ঠীর দুর্দশা লাঘবের লক্ষ্যে দেশব্যাপী কম্বল বিতরণ কর্মসূচি পরিচালনা করেছে আইএফআইসি ব্যাংক। বাংলা পৌষ মাসজুড়ে আইএফআইসি ব্যাংকের ১৪০০-এর বেশি শাখা-উপশাখা থেকে সরাসরি ও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই কম্বল বিতরণ কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়েছে।

দেশব্যাপী সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মাঝে আইএফআইসি ব্যাংকের ঈদ উপহার বিতরণ

'ঈদের জামায় খুশির সাজ, সবার মাঝে ছড়িয়ে যাক' প্রতিপাদ্যে পবিত্র ঈদুল ফিতর ২০২৫ উপলক্ষ্যে সুবিধাবঞ্চিত ও এতিম শিশুদের মাঝে নতুন পোশাক বিতরণ করেছে আইএফআইসি ব্যাংক। দেশব্যাপী ৬৪ জেলায় আইএফআইসি ব্যাংকের শাখা-উপশাখার মাধ্যমে বিভিন্ন শিশু সদন, এতিমখানা ও মাদ্রাসায় ঈদের আনন্দ ছড়িয়ে দিতে উপহার বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এই কার্যক্রমের আওতায় ৩০০০-এর বেশি শিশুর হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে ঈদের নতুন পোশাক।

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে আইএফআইসি ব্যাংকের পক্ষ থেকে বাস প্রদান

শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের সুবিধা নিশ্চিত করতে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (পবিপ্রবি)-কে একটি বাস প্রদান করেছে আইএফআইসি ব্যাংক। বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য অধ্যাপক ড. কাজী রফিকুল ইসলাম-এর কাছে আইএফআইসি ব্যাংকের চেয়ারম্যান জনাব মো. মেহমুদ হোসেন বাসটির চাবি হস্তান্তর করেন।

গত ১৫ মে ২০২৫ বিশ্ববিদ্যালয়টির টিএসসি কনফারেন্স হলে এই বাস হস্তান্তর অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের সহায়তায় আইএফআইসি ব্যাংকের রক্তদান কর্মসূচি

থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের জীবন রক্ষায় আইএফআইসি ব্যাংক ও বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া ফাউন্ডেশন-এর যৌথ উদ্যোগে রক্তদান কর্মসূচি আয়োজিত হয়েছে। গত ২২ মে ২০২৫ আইএফআইসি টাওয়ারের মাল্টিপারপাস হল-এ দিনব্যাপী আয়োজিত এই কর্মসূচিতে ব্যাংকের কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। এ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফা।

প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় নারীর পাশে আইএফআইসি ব্যাংক : বাংলাদেশ ফিমেইল একাডেমি'র শিক্ষার্থীদের জন্য কম্পিউটার ও বই উপহার

নারীর ক্ষমতায়ন ও প্রযুক্তিতে মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়াতে আইএফআইসি ব্যাংক দেশব্যাপী পরিচালনা করছে 'প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় নারীর পাশে আইএফআইসি' শীর্ষক বিশেষ ক্যাম্পেইন। এরই অংশ হিসেবে সুনামগঞ্জে অবস্থিত বাংলাদেশ ফিমেইল একাডেমি (BFA)-এর শিক্ষার্থীদের দুইটি (০২) কম্পিউটার ও বেশ কিছু শিক্ষণীয় বই উপহার দেয়া হয়েছে। গত ২৩ জুন ২০২৫, সোমবার BFA সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসকল উপহার হস্তান্তর করা হয়। ইতোমধ্যে উক্ত ক্যাম্পেইনের আওতায় চট্টগ্রাম, বরিশাল ও খুলনা বিভাগের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও শিক্ষণীয় বই প্রদান কর্মসূচি সম্পন্ন করা হয়েছে।

আইএফআইসি ব্যাংকের আয়োজনে বিভিন্ন কর্মশালা

আইএফআইসি ব্যাংক-এ ‘মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ’ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে দক্ষ প্রশিক্ষক তৈরির লক্ষ্যে ‘ট্রেনিং ফর ট্রেনারস্’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করেছে আইএফআইসি ব্যাংক। গত ১৭ মে ২০২৫ আইএফআইসি টাওয়ার-এ দিনব্যাপী কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়।

ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফা’র উপস্থিতিতে এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএফআইইউ’র পরিচালক জনাব মুহাম্মদ আনিছুর রহমান। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (ক্যামেলকো) জনাব ইকবাল পারভেজ চৌধুরী ও ডেপুটি ক্যামেলকো জনাব এবিএম মহসীন কামাল মোল্লা।

আইএফআইসি ব্যাংকের আয়োজনে ‘মুন্সীগঞ্জে ক্লাস্টার অর্থায়ন ২০২৫’ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনায় ‘সমন্বিত উন্নয়ন ও অর্থায়ন’ প্রতিপাদ্যে ‘মুন্সীগঞ্জ জেলায় ক্লাস্টার অর্থায়ন ২০২৫’ শীর্ষক এক কর্মশালার আয়োজন করে শাখা-উপশাখায় দেশের বৃহত্তম ব্যাংক আইএফআইসি। মুন্সীগঞ্জ সদরের একটি কনভেনশন সেন্টারে গত ২০ মে ৩২টি সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকের সহযোগিতায় দিনব্যাপী এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

আইএফআইসি ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ অব ব্রাঞ্চ বিজনেস জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুন্সিগঞ্জ জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব আতাউল গনি ওসমানী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুন্সিগঞ্জ জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) জনাব কাজী হুমায়ুন রশীদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই অ্যান্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস ডিপার্টমেন্ট-এর যুগ্ম পরিচালক জনাব জান্নাতুল ফেরদৌস তানিয়া ও সহকারী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইএফআইসি ব্যাংকের হেড অব রিটেইল অ্যান্ড এসএমই জনাব ফেরদৌসী বেগম।

বগুড়ায় আইএফআইসি ব্যাংকের উদ্যোগে ‘মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ’ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

আইএফআইসি ব্যাংকের উদ্যোগে গত ২৪ মে ২০২৫ বগুড়ায় মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দিনব্যাপী এই আয়োজনে সহযোগিতায় ছিল বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। বগুড়া জেলা শহরের একটি স্থানীয় মিলনায়তনে আয়োজিত এই কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন আইএফআইসি ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা জনাব ইকবাল পারভেজ চৌধুরী। কর্মশালার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএফআইইউ’র সম্মানিত পরিচালক জনাব মোঃ মোস্তাকুর রহমান। প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি পরিচালনা করেন বিএফআইইউ’র রিসোর্স পার্সন অতিরিক্ত পরিচালক ড. মোঃ রায়হানুল ইসলাম, যুগ্ম-পরিচালক সৈকত কুমার সরকার এবং উপ-পরিচালক সুদীপ্ত ঘোষ। বগুড়া জেলার বিভিন্ন ব্যাংকে কর্মরত ৪৭টি ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের ৮১ জন কর্মী কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

‘তফসিলভুক্ত ব্যাংকের শাখা কর্তৃক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা’ বিষয়ক কর্মসূচির আয়োজন

আইএফআইসি ব্যাংকের উদ্যোগে ব্যাংকের মুদ্রা ব্যবস্থাপনাকে আরও সুসংহত, সুশৃঙ্খল ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘তফসিলভুক্ত ব্যাংকের শাখা কর্তৃক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা’ বিষয়ক কর্মশালা। গত ২১ জুন ২০২৫ আইএফআইসি টাওয়ার-এর আইএফআইসি ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাংকিং খাতে মুদ্রা ব্যবস্থাপনা ও নগদ অর্থ প্রক্রিয়াজাতকরণের বিভিন্ন দিক, চ্যালেঞ্জ ও সমাধান নিয়ে আয়োজিত এই কর্মশালায় প্রধান রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের যুগ্ম পরিচালক (ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সি ম্যানেজমেন্ট-DCM) জনাব যারিন তাসনিম। কর্মশালায় আরও উপস্থিত ছিলেন আইএফআইসি ব্যাংকের কারেন্সি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের প্রধান জনাব উইলিয়াম চৌধুরী।

শাবিপ্রবি’র সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে আইএফআইসি ব্যাংকের আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি)-এর শিক্ষার্থীদের নিজস্ব আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক সম্যক ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ক বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করেছে আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি। গত ২৪ জুন ২০২৫ বিশ্ববিদ্যালয়টির মিনি অডিটোরিয়ামে শাবিপ্রবি’র নৃবিজ্ঞান বিভাগের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়।

শাবিপ্রবি’র প্রক্টর জনাব মোঃ মোখলেসুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সিলেট অফিসের সম্মানিত নির্বাহী পরিচালক জনাব খালেদ আহমেদ। এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিপার্টমেন্ট অব ইকোনমিক্স-এর বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, ডিপার্টমেন্ট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর প্রধান অধ্যাপক ড. মোঃ খায়রুল ইসলাম, আইএফআইসি ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ অব ব্রাঞ্চ বিজনেস জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম।

আইএফআইসি ব্যাংকের বিভিন্ন কর্মসূচি

আইএফআইসি ব্যাংকে নারী দিবস ২০২৫ উদ্‌যাপন

‘অগ্রযাত্রায় হোক নারীর জয়গান, অমূল্য তোমাদেরই অবদান’ প্রতিপাদ্যে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৫ উদ্‌যাপন করেছে আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি। গত ৮ মার্চ ২০২৫ আইএফআইসি টাওয়ার-এর মাল্টিপারপাস হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফা। এসময় তিনি বলেন, আইএফআইসি ব্যাংকের মেধাভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রমের আওতায় বর্তমানে নারী কর্মীর সংখ্যা ৩০%, যা ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে অগ্রগণ্য। ১৪০০-এর বেশি শাখা-উপশাখার মধ্যে ইতোমধ্যে ২৮৩টি শাখা-উপশাখা সরাসরি নারীদের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে।

দেশব্যাপী আইএফআইসি ব্যাংকের তিন শতাধিক কর্মীকে পদোন্নতি প্রদান

কর্মক্ষেত্রে পেশাগত সক্ষমতা প্রদর্শন এবং ব্যাংকের টেকসই প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দিয়েছে আইএফআইসি ব্যাংক। দেশব্যাপী বিভিন্ন শাখা-উপশাখা ও প্রধান কার্যালয়ে জানুয়ারি-জুন সর্বমোট ৩৩৩ জন বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। ১লা জুন প্রধান কার্যালয়ে 'সেলিব্রেটিং ক্যারিয়ার প্রোগ্রেশন' শীর্ষক একাধিক হাইব্রিড মডেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পদোন্নতি সনদ প্রদান করা হয়।

ডেবিট কার্ডে লেনদেনে সেরা ১০ জন গ্রাহককে পুরস্কৃত করল আইএফআইসি ব্যাংক

জীবনকে সহজ করা এই প্রযুক্তিনির্ভর অভ্যাসটিকে উদ্‌যাপন করতেই সম্প্রতি আইএফআইসি ব্যাংক আয়োজন করেছিল 'IFIC Season of Festivals' শীর্ষক ক্যাম্পেইন। মাসব্যাপী পরিচালিত এই বিশেষ ক্যাম্পেইনে অংশ নিয়ে, দেশে-বিদেশে ডেবিট কার্ডে সর্বোচ্চ লেনদেনের ভিত্তিতে আইএফআইসি ব্যাংকের ১০ জন গ্রাহক পেয়েছেন আকর্ষণীয় ট্রাভেল ও শপিং গিফট্ কার্ড। সর্বোচ্চ পয়েন্ট অর্জনকারী ১ম বিজয়ী পেয়েছেন ৫০,০০০ টাকার একটি ট্রাভেল গিফট্ কার্ড ও ২য় বিজয়ী পেয়েছেন ২০,০০০ টাকার ট্রাভেল গিফট্ কার্ড, যা তারা দেশে বা বিদেশে ব্যবহার করতে পারবেন। এছাড়া, ৩য় থেকে ১০ম স্থান অধিকারী বাকি ৮ জন বিজয়ী পেয়েছেন বিভিন্ন মূল্যমানের শপিং গিফট্ কার্ড, যার মাধ্যমে তারা লাইফস্টাইল ক্যাটাগরিতে ফ্যাশন, গ্যাজেট কিংবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় কেনাকাটা করতে পারবেন।

কোরবানির পশুর হাটে লেনদেন ব্যবস্থা নিরাপদ করতে আইএফআইসি ব্যাংকের ডিজিটাল পেমেন্ট বুথ উদ্বোধন

কোরবানির পশুর হাটে আর্থিক লেনদেন আরও নিরাপদ করতে ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট প্রাঙ্গণে ডিজিটাল পেমেন্ট বুথ স্থাপন করেছে আইএফআইসি ব্যাংক। গত ৪ জুন ২০২৫ তারিখে এই বুথের উদ্বোধন করেন ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ অব ব্রাঞ্চ বিজনেস জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের হেড অব অপারেশন্স জনাব হেলাল আহমেদ, হেড অব সার্ভিস অ্যান্ড এস্টেট জনাব আবুল কাসেম মো. ফজলুল কাদের এবং ব্যাংকের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

বুথটির মাধ্যমে কোরবানির পশুর হাটে আগত ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ তাৎক্ষণিক একাউন্ট খোলা, ডেবিট কার্ড ইস্যু, ফান্ড ট্রান্সফার, নগদ টাকা জমা ও উত্তোলন, এটিএম সেবা, জাল নোট শনাক্তকরণসহ বিবিধ ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করেন।

পরিবারে যারা এলো

অদিত্রী উমা নাথ
জন্ম : ১ জানুয়ারি ২০২৫
পিতা : অমিত দেব নাথ
চক বাজার শাখা

আব্দুল্লাহ বিন মহসিন
জন্ম : ০১ জানুয়ারি ২০২৫
পিতা : মহসিন উদ্দিন আহমেদ
লোন পারফর্মেন্স ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন

আবিহা বিনতে মহসিন
জন্ম : ০১ জানুয়ারি ২০২৫
পিতা : মহসিন উদ্দিন আহমেদ
লোন পারফর্মেন্স ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন

আস্মিতা বিশ্বাস সরোথী
জন্ম : ০৩ জানুয়ারি ২০২৫
পিতা : বিনয় বিশ্বাস সার্থক
গরীবে নেওয়াজ এভিনিউ শাখা

জাইম ইলহান নির্ভীক
জন্ম : ০৬ জানুয়ারি ২০২৫
মাতা : মোসা. রুবিনা পারভিন
স্টক এক্সচেঞ্জ শাখা

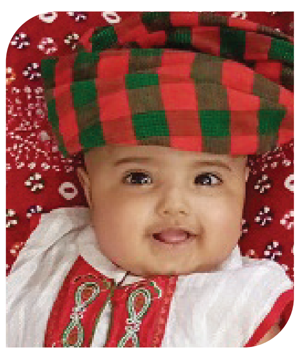

আব্দুল্লাহ আল তাশফিক খান
জন্ম : ০৮ জানুয়ারি ২০২৫
পিতা : মোঃ আব্দুল্লাহ আল হাফি খান
কমলপুর উপশাখা

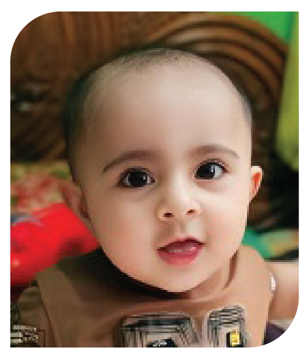

আরহাম বিন হোসেন
জন্ম : ০৯ জানুয়ারি ২০২৫
পিতা : এম. এম. বেলাল হোসেন
ধামুরা বন্দর উপশাখা

আমাতুর রহমান আয়রা
জন্ম : ০৯ জানুয়ারি ২০২৫
পিতা : আরিফুর রহমান
ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস ডিভিশন

মোঃ সুফিয়ান সাদ
জন্ম : ১০ জানুয়ারি ২০২৫
পিতা : মোঃ আব্দুস সাত্তার
ভান্ডারিয়া শাখা

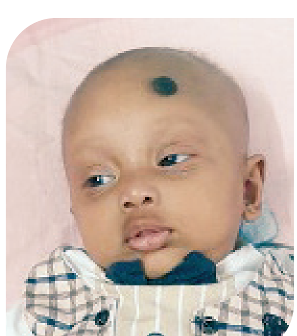

মুহাম্মদ আমান আল-মাহদী
জন্ম : ১৪ জানুয়ারি ২০২৫
পিতা : মোঃ আরিফ রায়হান
মিরপুর ডিওএইচএস উপশাখা

কৃষভ সরকার
জন্ম : ১৫ জানুয়ারি ২০২৫
পিতা : মিঠুন কুমার সরকার
বেলকুচি শাখা

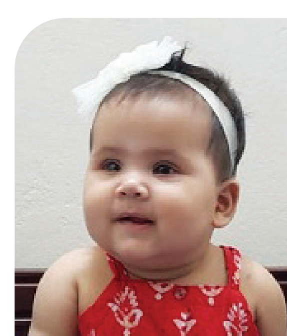

আরশিয়া মাহমুদ
জন্ম : ১৫ জানুয়ারি ২০২৫
মাতা : রুবাইয়াত হোসেন
ট্রেড সার্ভিস সেন্টার-১

পরিবারে যারা এলো

অনিন্দ্যম ব্যানার্জি
জন্ম : ১৬ জানুয়ারি ২০২৫
পিতা : অমিত কুমার ব্যানার্জী
সেন্ট্রালাইজড রিটেল মার্কেটিং

আফিয়া সিদ্দিকা
জন্ম : ২০ জানুয়ারি ২০২৫
পিতা : আবুবকর সিদ্দিক
কাঁচকুড়া উপশাখা

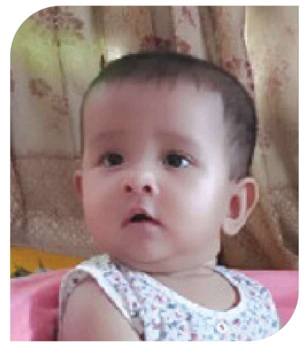

অনায়া জান্নাত ফারিশা
জন্ম : ২০ জানুয়ারি ২০২৫
পিতা : মোঃ আবদুল্লাহ-আল-ফয়সাল
কুমিল্লা ইপিজেড উপশাখা

মুয়াজ ভূইয়া
জন্ম : ২৩ জানুয়ারি ২০২৫
পিতা : মোঃ সানাউল্লাহ ভূঁইয়া
সড়ক বাজার উপশাখা

ইরশান রেদওয়ান কৃতিত্তো
জন্ম : ২৩ জানুয়ারি ২০২৫
মাতা : কৃষ্টি সরকার
পল্লবী শাখা

আহমদ হাসান
জন্ম : ২৬ জানুয়ারি ২০২৫
পিতা : মোঃ রাজিবুল ইসলাম
পিরোজপুর শাখা

এস.এম. ইশরাক আহমেদ মিরাজ
জন্ম : ২৭ জানুয়ারি ২০২৫
পিতা : এস.এম. ইশতিয়াক আহমেদ
ডেটা প্রসেসিং অ্যান্ড আইটি সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট

রাইয়ানা ইসলাম রোসনি
জন্ম : ৩০ জানুয়ারি ২০২৫
পিতা : রমজান আলী
ধাপ উপশাখা

জুনাইনাহ হোসেন এনায়া
জন্ম : ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
মাতা : জান্নাতুল ফেরদৌস অনন্যা
দারুস সালাম রোড শাখা

দীপান্বিতা দাস
জন্ম : ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
পিতা : শান্ত লাল দাস
মাধবপুর শাখা

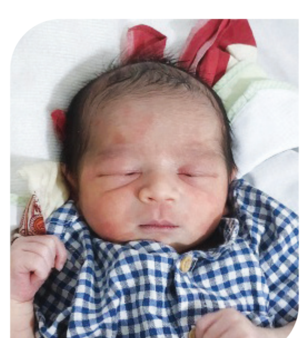

ফারিশ আলী খান
জন্ম : ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
মাতা : কামরুন্নাহার রজনি
সোনাডাঙ্গা শাখা

ফাইযান ইবনে আব্দুল্লাহ
জন্ম : ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
পিতা : আব্দুল্লাহ-আল-শাফী
ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট

পরিবারে যারা এলো

রুফাইদা আফরিন
জন্ম : ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
পিতা : মোঃ রুহেল তালুকদার
সলঙ্গা উপশাখা

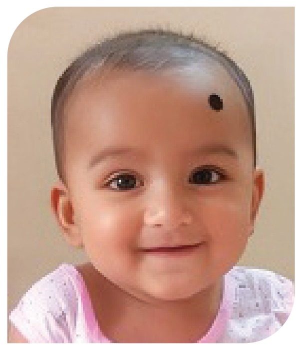

আদনান আদিব
জন্ম : ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
পিতা : মোঃ আবু হানিফ
নলডাঙ্গা উপশাখা

শারহান রাজ্জাক
জন্ম : ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
পিতা : তানভীরুর রাজ্জাক
হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন

নাজরান রাজ্জাক
জন্ম : ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
পিতা : তানভীরুর রাজ্জাক
হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন

মোঃ নিয়ামুল হাসান সাহির
জন্ম : ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
পিতা : মোঃ এনামুল হাসান সাগর
ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট

আমিনা আক্তার
জন্ম : ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
পিতা : মোঃ আল-আমিন হোসেন
জয়নগর- গোপালগঞ্জ উপশাখা

আয়াশ আরিয়ান
জন্ম : ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
পিতা : নয়ন ইসলাম
আশুলিয়া শাখা

আব্দুল্লাহ বিন আসিফ
জন্ম : ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
মাতা : তাসনিয়া তাসনিম অনন্যা
দিনাজপুর শাখা

ইব্রাহিম আদিল
জন্ম : ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
পিতা : শরীফ মোহাম্মদ
টঙ্গী এসএমই/কৃষি শাখা

সিনথিয়া জান্নাত আয়েশা
জন্ম : ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
পিতা : আবু সালেক
মান্দারী বাজার উপশাখা

আরিশফা তেহরীন আহসান
জন্ম : ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
পিতা : মোহাম্মদ আহসান হাবীব
মোহাম্মদপুর শাখা

মুনাইজা বিনতে আলম মানহা
জন্ম : ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
পিতা : মোঃ কাওছার আলম
চন্দ্রাগঞ্জ শাখা

পরিবারে যারা এলো

তাকরিম মাহমুদ
জন্ম : ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
পিতা : মোঃ তুহিন মাহমুদ
গেন্ডা উপশাখা

মুজাক্কির প্রধান
জন্ম : ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
পিতা : মহিউদ্দীন আহমেদ
সাচার বাজার উপশাখা

সারফারাজ খান ফারিস
জন্ম : ২ মার্চ ২০২৫
পিতা : কাউসার খান নিপুন
দোভাশী বাজার উপশাখা

জুহাইরা শরীফ
জন্ম : ০৪ মার্চ ২০২৫
পিতা : এইচ.এম. আজগর শরীফ
নোয়াখালী শাখা

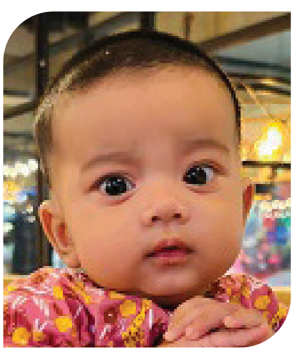

মিকদাদ ইমতিয়াজ ফারিস
জন্ম : ০৬ মার্চ ২০২৫
পিতা : ইশরাক মোহাম্মদ
ইমতিয়াজ
সোনার পাড়া উপশাখা

আরহা ইয়াশফিন
জন্ম : ০৮ মার্চ ২০২৫
পিতা : মোঃ শাহরিয়ার অর্ণব
তাহেরপুর শাখা

সুবাহ বিনতে কাইউম পারিশা
জন্ম : ১৬ মার্চ ২০২৫
পিতা : আব্দুল কাইউম পলক
বামুইল উপশাখা

জাওদাত বিন জামান (মুয়াজ)
জন্ম : ১৬ মার্চ ২০২৫
মাতা : মাহরিন তানজিম
রংপুর শাখা

ফাজরীন ইয়াফাত
জন্ম : ২০ মার্চ ২০২৫
পিতা : ফজলুল হক
হালশা বাজার উপশাখা

আজওয়াদ আইদীদ
জন্ম : ২০ মার্চ ২০২৫
পিতা : মোঃ তানভিন আইদিদ
চৌমুহনী শাখা

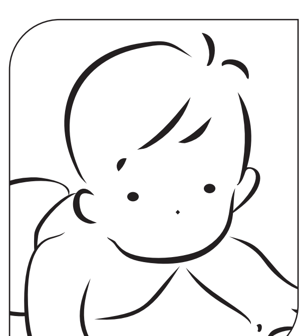

নুসাইবা আফরিন
জন্ম : ২২ মার্চ ২০২৫
পিতা : মোঃ নাসির উদ্দিন
বাঙ্গোরা বাজার উপশাখা

আরাইবা বিনতে নাহিন
জন্ম : ২২ মার্চ ২০২৫
পিতা : এনামুল হক
কানাইপুর বাজার উপশাখা

পরিবারে যারা এলো

আরহাম জামান
জন্ম : ২৪ মার্চ ২০২৫
পিতা : মোঃ কামরুজ্জামান রায়হান
কাকোনহাট উপশখা

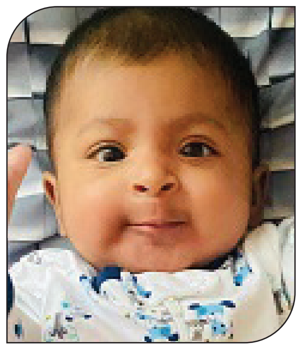

এনায়া আহমেদ
জন্ম : ২৫ মার্চ ২০২৫
মাতা : শাওনতনি ইব্রাহিম অনন্না
নন্দা উপশাখা

আহনাফ বিন রাফসান
জন্ম : ২৮ মার্চ ২০২৫
মাতা : তাজিনা ইসলাম লতিফী
ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট

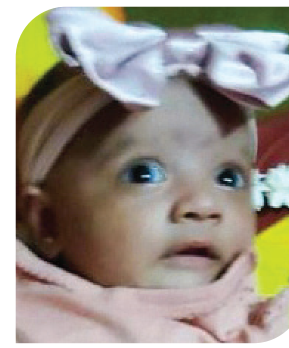

মাকসুরাত জোনায়েদ জোনাইরা
জন্ম : ১২ এপ্রিল ২০২৫
পিতা : মোহাম্মদ জোনায়েদ
নানুপুর উপশাখা

মোঃ রাইয়ান হোসেন
জন্ম : ১৩ এপ্রিল ২০২৫
পিতা : মোঃ আরিফ হোসেন
বরিশাল শাখা

আফনান আবিদ
জন্ম : ১৪ এপ্রিল ২০২৫
পিতা : মোঃ দেলুয়ার মীর
তারগাঁও উপশাখা

জাইফা আনায়া খান
জন্ম : ২০ এপ্রিল ২০২৫
পিতা : খান জিহাদুল হাসান
মানিকগঞ্জ শাখা

আদ্রিত হক স্পর্শ
জন্ম : ২৩ এপ্রিল ২০২৫
পিতা : মাকসুদুল হক আকাশ
আশকোনা বাজার উপশাখা

তাহমিদ ইসলাম রাফিন
জন্ম : ২৯ এপ্রিল ২০২৫
পিতা : মোঃ রাশেদুল ইসলাম
কাজলা উপশাখা

নুসাইবা ইসলাম তুবা
জন্ম : ০৫ মে ২০২৫
পিতা : মোঃ তাইজুল ইসলাম
মিরপুর-১১ কাঁচাবাজার উপশাখা

রুমাইসা ইনায়াত আহমদ
জন্ম : ০৮ মে ২০২৫
পিতা : রাকিব আহমদ আকাশ
ডেটা প্রসেসিং অ্যান্ড আইটি
সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট

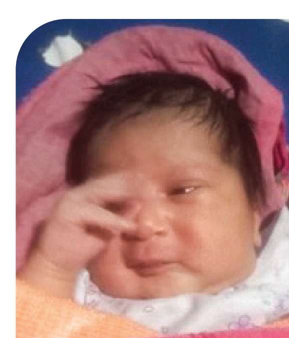

সামিহা বিনতে জাহিদ
জন্ম : ০৯ মে ২০২৫
পিতা : মোঃ জাহিদুল ইসলাম
ভাটাই বাজার উপশাখা

পরিবারে যারা এলো

মোঃ মেহতাজ ইব্রাহিম

জন্ম : ১০ মে ২০২৫
পিতা : মোঃ রাশেদুল ইব্রাহিম
বনানী কবরস্থান রোড উপশাখা

নুজাইরা সামাওয়াত জাইশা

জন্ম : ১২ মে ২০২৫
পিতা : মোঃ জাহেদুল ইসলাম
চন্দ্রাগঞ্জ শাখা

আব্দুল্লাহ আল মাসাব

জন্ম : ২১ মে ২০২৫
পিতা : আবদুল্লাহ আল মারুফ
কামরাঙ্গীর চর উপশাখা

শ্রেয়াস মজুমদার

জন্ম : ২২ মে ২০২৫
পিতা : অভিজিৎ মজুমদার
মেহের কালীবাড়ি উপশাখা

ওয়ানিয়া রহমান

জন্ম : ২৯ মে ২০২৫
মাতা : ইলমা মাহজাবীন
শেখপাড়া পাওয়ার হাউস উপশাখা

মোঃ আবদুল্লাহ আল মুয়াজ

জন্ম : ৩১ মে ২০২৫
পিতা : আব্দুল ওহাভ নুমান
পাগলা বাজার-সুনামগঞ্জ উপশাখা

মোঃ এজহানুল ইসলাম রাফিদ

জন্ম : ০৩ জুন ২০২৫
পিতা : মোঃ খায়রুল ইসলাম
পুরান মুন্সাফি রোড উপশাখা

আনায়া নুসাইবা ইফরাহ

জন্ম : ০৩ জুন ২০২৫
পিতা : মোহাম্মদ আবির রিয়াদ
ইসলামিক ব্যাংকিং শাখা

মোঃ ফারহান ইসলাম ওয়াফি

জন্ম : ০৮ জুন ২০২৫
পিতা : সাইফুল ইসলাম
নন্দনপুর উপশাখা

শেখ ইরতিজা আরিব রহমান

জন্ম : ১০ জুন ২০২৫
পিতা : শেখ জিয়াউর রহমান
আইএফআইসি ব্যাংক ট্রেনিং ইন্সটিটিউট

মাহরিশ সিদরাতুল মাভিয়া

জন্ম : ১৮ জুন ২০২৫
পিতা : মোঃ মাহেদী হাসান
ভোলাইন বাজার উপশাখা

ওসমান আল আরহাম

জন্ম : ০২ জুলাই ২০২৫
পিতা : মোঃ মাহবুব এলাহী
বাবুরাইল বাজার উপশাখা

IFIC

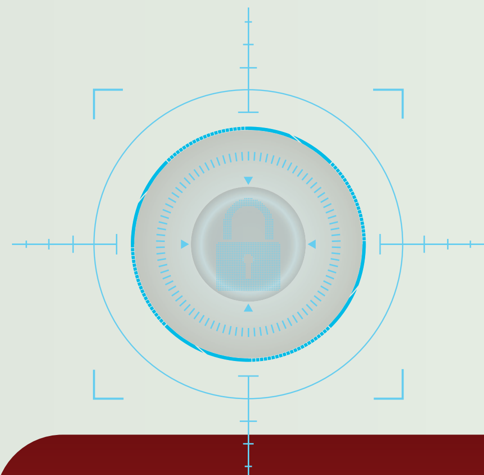

আপনার IFIC কার্ড/অ্যাপের PIN/OTP/CVV/ Expiry/Password কাউকে জানাবেন না, সন্দেহজনক QR/Link স্ক্যান/ক্লিক করবেন না। IFIC ব্যাংক গ্রাহকের কাছে এ সকল কর্মকাণ্ড করতে কখনও অনুরোধ করে না।

বিস্তারিত ১৬২৫৫

১৬২৫৫ ০৯৬৬৬৭ ১৬২৫৫ IFICBankPLC www.ificbank.com.bd

শাখা-উপশাখায়
দেশের বৃহত্তম ব্যাংক
আইএফআইসি
আপনার প্রতিবেশী হয়ে
ছড়িয়ে আছে সারা দেশে

এজেন্ট নয়
সরাসরি ব্যাংকের সাথে ব্যাংকিং

Published by :

IFIC Bank PLC
Head Office: IFIC Tower, 61 Purana Paltan
Dhaka 1000, Bangladesh
16255, Hunting Number: 09666716250
newsletter@ificbankbd.com
info@ificbankbd.com IFICBankPLC
www.ificbank.com.bd